[অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ]

কর্ত্তৃক

ভারতে শিক্ষা-বিস্তার

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

এম এ, বি এল, পি আর এস্, পি এচ ডি

প্রণীত।
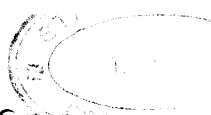
শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে

অনুবাদিত।

১৯২৩।

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল বি, এ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲

অনুবাদকের নিবেদন

প্রাচীন কালে যে সকল য়ুরোপীয় বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতে বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য কিরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ভারতবাসীর পক্ষে যে তাহা একটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ ইতিহাসে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একত্র করিয়া যে ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। ভারতে য়ুরোপীয়-দিগের আগমন যেরূপ একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার, ভারতে য়ুরোপীয় শিক্ষার ক্রমবিস্তারও সেইরূপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অতি প্রাচীন কাল হইতে—যে সময়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার অগ্রদূতী গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতা অনন্তের ক্রোড়ে সুপ্ত ছিল, তখনও ভারতে শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকের ধারণা, প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহার মূলে ভাবের ও আদর্শের প্রাধান্য ছিল—বাস্তবের ও কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে তাহার প্রসার অধিক ছিল না। সে শিক্ষা পরলোকের চিন্তায় মানুষের মন যত অনুরক্ত করিয়া রাখিত, ইহ-

লোকের চিন্তায় তত আকৃষ্ট করিত না ; সেই জন্য পার্থিব ব্যাপারে ভারতবাসী তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ ধারণা ভ্রান্ত। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় মনস্বিগণ এই উভয়বিধ শিক্ষায় সমভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক দিকে যেমন বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে সমাহিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই পার্থিব সমস্যার মীমাংসায় একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই নির্ম্মিত নৌবাহিনী বারিধির উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ উপহসিত করিয়া সুদূর মিশরে ও ফিনিসিয়ায় পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। তাঁহাদেরই নির্ম্মিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র চীনের রাজাধিরাজ 'উটীর' বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল ; এবং সেই বস্ত্রই রোমের বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা বিলাসিনীদিগের সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিত। ভারতের স্থাপত্য—ভারতের ভাস্কর্য্য প্রভৃতির প্রাচীন উন্নতির স্মৃতি ক্রমশঃ অনুসন্ধানের আলোকে প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু উত্তরকালে নানা কারণে ভারতবাসীর মধ্যে পার্থিব শিক্ষার দিক্‌টা নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কি কারণে সেই সঙ্কোচ ঘটে, এইখানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আমার ধারণা—বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময় হইতেই উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে ; বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর যখন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটে ও তজ্জন্য যে বহুদিনব্যাপী বিপ্লব ও বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল,—তাহাতেই ভারতীয়

সভ্যতার পার্থিব দিক্‌টা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহার পর মুসলমান রাজত্বকালে এই অবনতি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণের টোলে ও চতুষ্পাঠীতে সেই প্রাচীন সভ্যতার ভাবের দিক্—আদর্শের দিক্—মতামতের দিক্ কতকটা রক্ষা করিবার যত্ন হইয়াছিল; কিন্তু পার্থিব দিক্‌টা একরূপ রক্ষকহীন অবস্থাতেই পতিত হইয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইটালীয় প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটক ও পণ্যজীবী ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভারতীয় সহরের সমৃদ্ধির, সুব্যবস্থার ও শিল্পবাণিজ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। —ক্লাইব নিজেই বলিয়াছেন যে, লণ্ডন অপেক্ষাও মুর্শিদাবাদ সহর সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যে অধিক সমুন্নত ছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে যখন ভারতীয় শিক্ষায় পার্থিব দিক্‌টা একেবারে লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে ভারতে য়ুরোপীয়দিগের আগমন ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত শুভ ঘটনা বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্‌কো ডি গামা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে কালিকটে আসিয়া উপনীত হয়েন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক গোয়া নগর দখল করেন। ইহার পর হইতেই ভারতে নানা জাতীয় য়ুরোপীয়ের আগমন। প্রথম আমলে যে সকল য়ুরোপীয় এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক দুঃসাহসী অদ্ভুতকর্ম্মা ও বিবাদ-প্রিয় লোক ছিল। তাহাদের নিজেদের শিক্ষা

তত উচ্চ ছিল না, সুতরাং অন্যের শিক্ষার জন্য তাহাদের নিকট বিশেষ কিছু আশা করা যাইত না। তবে তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চমনা ব্যক্তি ও মিশনারী আসিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারই মিশনারীদিগের কার্য্য ছিল। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, শিক্ষাবিস্তার দ্বারা তাঁহারা যে এদেশের কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রভাবে ঐহিক সমৃদ্ধি-সাধনের দিকে এদেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই কার্য্য সংসাধনে য়ুরোপীয় শিক্ষাবিস্তারকদিগের অনেক বাধা-বিঘ্ন ছিল। তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য ও আচরণ দেশীয়গণ স্বভাবতঃ সুনজরে দেখিত না। সেইজন্য লোক সহজে তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভের জন্য গমন করিত না—এই সকল বিদেশী হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিত। বিশেষতঃ তখন প্রতীচ্য বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত হয় নাই, কাজেই এ দেশের লোকের পক্ষে ঐ বিদ্যা শিখিবার কোন আগ্রহ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় শিক্ষকদিগের পক্ষে দেশীয় ছাত্র পাওয়াই বিশেষ কঠিন ছিল। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ঐ সময় প্রবল বিবাদ প্রায়ই ঘটিত। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের, ওলন্দাজ-

দিগের সহিত ইংরাজদিগের, ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজ-দিগের মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইত। তাহার ফলে সকল পক্ষেরই শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিঘ্ন ও ক্ষতি জন্মিত। কর্ণাট-যুদ্ধে সেণ্ট মেরির স্কুলের ক্ষতির কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

উপকারকের উপকার ভারতবাসী কখনই বিস্মৃত হয় না। যে সকল য়ুরোপীয় নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ভারতে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ ভারতবাসী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। সুধী ডাক্তার লাহা মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিষয় কেবল ইংরাজী ভাষায় নিবদ্ধ থাকা উচিত নহে। সেই জন্য আমি এই মূল্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিলাম। গ্রন্থকার ইংরাজী পুস্তকে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন,—পাঠক অনুবাদে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেও আমি আমার শ্রম স্বার্থক মনে করিব। অনুবাদের ক্রটীর জন্য অনুবাদকই দায়ী। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলের অনুযায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আশা করি, পাঠক সামান্য ক্রটিগুলি মার্জ্জনা করিবেন।*

চুঁচুড়া, ১৯২২। শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

* এই অনুবাদে মূল ইংরাজী পুস্তকের সমস্ত পাদটীকা অনুবাদিত হয় নাই; আবশ্যক হইলে পাঠক মূল দেখিতে পারেন।

মূল ইংরাজী পুস্তকের উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারত-প্রবাসী য়ুরোপীয়গণ আপনাদের সমাজে এবং এতদ্দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। ধর্ম্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এই সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষার মঙ্গলময় প্রচারকল্পে তাঁহাদের মধ্যে ঐকান্তিকী বাসনার অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রথমে শিক্ষা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই বটে, কিন্তু পরে কেবল মিশনারীরা যে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ এবং এখানকার ও য়ুরোপের রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা হেয়ার, বিট্‌ন্ প্রভৃতি তাঁহাদের পরবর্ত্তী খ্যাতনামা মহাত্মাগণের আগ্রহের সহিত অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য শেষোক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্য অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল ; কারণ অগ্রবর্ত্তিগণের শ্রম অনুকূল ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পায় নাই। য়ুরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের উৎ-

উপক্রমণিকা

সাহী পথপ্রদর্শকগণের এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদিগের শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ এই পুস্তকে প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

৯৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

গ্রন্থপরিচয়

"ভারতে শিক্ষা-বিস্তার" নামক এই গ্রন্থে আমার বন্ধু ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টার মনোরম বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার লাহার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করিবেন যে, পুস্তক-বিবৃত প্রচেষ্টা সমূহ অকিঞ্চিৎকর এবং অসোন্তষজনক, তাঁহাদিগকে তিনটি প্রয়োজনীয় ঘটনা স্মরণ করিতে বলা যাইতে পারে ঃ—

(১) হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতি চারিটি বালকের মধ্যে একটি শিক্ষালাভের সুবিধা পাইত, এবং অন্য তিনটি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত থাকিত। ঐ সময়ের শোচনীয় অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কথিত হইয়াছে যে, শ্রমশিল্পপ্রধান বিস্তীর্ণ লাঙ্কেষ্টার কাউন্‌টির অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগর প্রেষ্টনে ১৮০০০ লোকের বাস থাকিলেও তথায় একটি মাত্র সাধারণের দানপুষ্ট বিদ্যালয় ছিল; তাহাতে ছত্রিশটি মাত্র বালক শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। ঐ নগরে আরও তিনটি বিদ্যালয় ছিল,—একটিতে একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেন, অন্য দুইটিতে শিক্ষয়িত্রী কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত হইত; কিন্তু এই তিনটি সামান্য বিদ্যালয়ের উপকারিতা লাভ করা কয়জন ছাত্রের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহা

বলা যায় না। এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলিকে লোকে মুখে প্রশংসা করে কিন্তু কার্য্যে অবজ্ঞা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোকশিক্ষা ঐ শ্রেণীর বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিষয় ছিল—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, এই পুস্তকে যে সময়ের কথা আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সময়ে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে অজ্ঞানই পরম কল্যাণকর, কারণ দরিদ্রসন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিলে পরিণামে দরিদ্রগণ নিজেদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে; এবং উহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনও সম্ভবপর নহে।

(২) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে (বর্ত্তমান সময়ে) যদিও পুরাতন কুসংস্কারগুলির তীব্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে তথাপি এখনও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্-রূপে উপলব্ধ হয় নাই। জনসাধারণ এখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, তাহাই এই উক্তির সপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও কয়েকজন শিক্ষক আমাদের ব্যয়বহুল সরকারী বিদ্যালয়ে মোটা বেতন পাইয়া থাকেন এবং ইদানীং শিক্ষকদিগের যোগ্যতা ও উন্নতির ফলে যাঁহারা দরিদ্র বালকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থাও কিয়ৎ-

পরিমাণে উন্নত হইয়াছে, তবুও ইহা কি প্রকৃত নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের মধ্যে যাঁহারা বয়সের আধিক্য হেতু সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন না, যাঁহাদের ব্যবহারাজীবী হইবার উপযুক্ত চতুরতা নাই, যাঁহারা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহেন, অথবা যাঁহাদের ধর্ম্মযাজক হইবার উপযুক্ত ধর্ম্মভাব নাই, কেবল তাঁহারাই অগত্যা শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হন। হইতে পারে, উচ্চ স্তরের মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর পিতামাতাগণের পক্ষে তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই; কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন,—ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবল কতকগুলি মুখস্থনবীশের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের উপযোগী কলেজ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে সকল বিশিষ্ট মাইনর স্কুলের তত্ত্বাবধানে পাঁচ ছয় বৎসরের জন্য আমাদের বালকগণকে রাখিয়া দেওয়া হয়, স্কুল ত্যাগ করিবার পরে, তাহারা ভ্রম না করিয়া কোন প্রাচীন ভাষায় তিন চারি ছত্র লিখিতে পারে না, অথবা সাধারণের বোধগম্যভাবে এক মিনিট কালও কোন আধুনিক ভাষায় কথা বলিতে পারে না; এখন পর্য্যন্তও আমরা এই শ্রেণীর বিদ্যালয় লইয়াই সন্তুষ্ট আছি। ইহা সত্য হইতে পারে যে, দারিদ্র্য নিবন্ধন আমরা বাধ্য হইয়া ঐরূপ অবস্থা সহ্য করিতেছি

কারণ উহার প্রতিকার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই ব্যাপার হইতে ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, মোটের উপর আমাদের দেশের লোক এইরূপ চাহে। এখন অধিকাংশ লোকেই বুঝিয়াছে যে, ভাবী শিক্ষকের অধ্যাপনা-বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শিক্ষকতার উপযুক্ত গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে যে আয় দাঁড়ায়—সেই আয় সাধারণতঃ স্বল্প ও শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যোগ্য শিক্ষকের উন্নতির কোন পথ নাই। এদেশে শিক্ষকের বেতন অতি সামান্য, এবং অধ্যাপনা বৃত্তিতে ভবিষ্যত উন্নতির আশা নাই বলিলেই চলে।

(৩) অতীত কালের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচেষ্টার বিচারকালে আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রণোদনে লোকশিক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ভিন্ন শিক্ষাপ্রচারে অন্য লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ সূচিত হয় নাই। ক্লাইভ এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের সময়ে সিভিল সার্ভিসের দুর্ণামের বিষয় যখন আমরা পাঠ করি তখন আমাদের ট্রিভেলিয়ানের লিখিত Early History of Charles James Fox নামক গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ পাঠ করিলে ভাল হয়, এবং বাঙ্গলার নৈতিক জীবন সম্বন্ধে যাহা পড়ি, তাহার

সহিত ইংলণ্ডের নীতি সম্বন্ধীয় আমাদের পঠিত জ্ঞানের তুলনা করা সমীচীন। সেইরূপ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ে ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত ঐ সময়ে ভারতে ঐ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাও তুলনা করিলে ভাল হয়। আমাদের অগ্রবর্ত্তিগণের চেষ্টার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে, আমাদের নিজের চেষ্টার পরিমাণ ক । ভাল।

ডাক্তার লাহা এই পুস্তকে বালকদিগকে শিক্ষাদানকল্পে য়ুরোপীয়দিগের প্রচেষ্টার বিষয়ই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে তিনি বাঙ্গলার এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানে তিনি ভারতের সাধারণ শিক্ষার অবস্থার কথাও অল্প পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে অন্য গ্রন্থে য়ুরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে এসিয়ার জ্ঞানানুশীলন চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। এ বিষয়টি বিস্তৃত ও গভীর। যখন আমাদের মনে পড়ে যে প্রাচ্য বিষয় সম্বন্ধে হল্‌য়েল (Holwell) কৃত গবেষণা আজকাল যৎসামান্য ও নীরস বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাঁহার সময়ে উহা জ্ঞানের প্রকৃত উৎকর্ষ সূচিত করিয়াছিল, তখনই য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক এসিয়ার এই জ্ঞানানুশীলনের আলোচনা কষ্টকর বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বকালের নথি-পত্র পড়িতে পড়িতে যে য়ুরোপীয়-গণ পূর্ব্বে প্রাচ্যজ্ঞানের খনিতে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যাবলীর অনেক সুন্দর প্রমাণ আমি পাইয়াছি। কিন্তু ঐ বিষয় আমার ধারাবাহিক অনুসন্ধান করিবার অবকাশ হয় নাই। মাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি ঃ— ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ণেল হেন্‌রী ওয়াট্‌সন, মিঃ রিউবেন, বারোর প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একখানি সুপারিশ পত্র লিখিয়াছিলেন। কর্ণেল তাঁহার আশ্রিত বারো সাহেবের গুণরাজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ঃ—প্রথমতঃ ইনিই কেবল ব্রাহ্মণদিগের ক্রান্তিপাত হইতে হিন্দুদিগের চারি যুগের কাল নির্ণয় করিয়াছেন; প্রাচীন এবং নবীন গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক এই চারি যুগের বিষয় বার বার উল্লিখিত হইয়াছে এবং বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে এই কালনিরূপণ লইয়া অনেক ভ্রম ও কল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে। এই যুগ চতুষ্টয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত কালমাত্র,—ইহা তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে ইনি যুগকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আরও অসাধারণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এই যে, তিনি দেখাইয়াছেন—ইহা দ্বারা ক্যালডিয়ার গ্রন্থকার বীরোসাস (Beerosus, যিনি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) যে প্রাচীন কালচক্রের কথা

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহা লইয়া য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেক বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এই মতের দ্বারা তাহার সুন্দর সমাধান করা যায়।'

"তিনি ইহাও আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া অনুমিত হইত, সেগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণের পরিজ্ঞাত ছিল। ব্রাহ্মণগণ দশমিক ভগ্নাংশ ও বীজগণিতের গণনা জানিতেন। এখন য়ুরোপীয়গণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে চন্দ্র সূর্য্যের অপেক্ষিক গতি ও জ্যোতিষের অন্যান্য বিভাগ অবগত আছেন, ব্রাহ্মণগণ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয় তেমনই সূক্ষ্মভাবে অবগত ছিলেন। যে সময়ে অয়ণ মণ্ডলের বক্রতা চব্বিশ ডিগ্রী দুই মিনিট মাত্র ছিল সেই সময়ে যে প্রাচান জ্যোতিষের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা হইতে মিঃ বারো উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কারণ প্রতি বর্ষে মাত্র অর্দ্ধ সেকেণ্ডের পার্থক্য স্থিরীকৃত হইয়াছে; ইহা হইতে প্রায় সপ্রমাণ হইতেছে যে অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি আরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইতোমধ্যে যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় ব্রাহ্মণগণ বিজ্ঞানের এমন অনেক উন্নতি সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও য়ুরোপীয়দিগের সম্পূর্ণ

অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত হইলে অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ঘাটিত হইবে।

মিঃ বারো কর্ত্তৃক কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেসকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা হইতে আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, শীঘ্রই ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে,—যাহাদের মূল্য ও উপকারিতা এখন ঠিক উপলব্ধি করা যাইতেছে না; আমার ইহাও বিশ্বাস যে, যেরূপ অনুপাতে অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে, সেই অনুপাতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে। এই সভ্যতার যুগে যখন প্রত্যেক জাতিই নূতন আবিষ্কারে স্ব স্ব দাবী ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই সময়ে মিঃ বারোর জ্ঞান লাভের জন্য যে বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদ্দ্বারা তিনি যে বোর্ডের সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য, ইহা স্বীকার করিয়া আমি আনন্দানুভব করিতেছি, আর তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা যে সামরিক পূর্ত্ত বিভাগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।” এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আমি যে বিষয় বলিয়াছি তৎ সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার যথেষ্ট উপাদান বর্ত্তমান আছে। হেষ্টিংসের প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বিষয়টি আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। সমসাময়িক য়ুরোপীয় চিন্তার উপর বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত সন্দর্ভাদি কিরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও জানিবার বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ঃ—মুসে সি ল্যাট্রেল (Monsieur C. Latreille) তাঁহার Joseph de Maistre et la Papaute" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—"আমি কলিকাতার—এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স এবং বেণ্টলি ও ক্লডিয়াস বুকানন্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যগণের লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি ধর্ম্মের পবিত্র মন্দিরাভ্যন্তরে এবং ব্রহ্মোপাসনার পীঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা যেমন বিজ্ঞানের অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে তেমনি খৃষ্ট ধর্ম্মেরও অত্যাবশ্যক জ্ঞান বিষয়েও অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। J. de Maistre এই সমিতির কার্য্যবিবরণী (যাহা কলিকাতায় মুদ্রিত এবং লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল) অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার এই

সমিতির অত্যাবশ্যক প্রচেষ্টার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সেই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য য়ুরোপ সেই ইংরাজী সমিতির নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ও ঋণী। F. de la Mennais তৎকৃত Essai Sur l' indifference en Matiere de Religion নামক পুস্তকে ভারতীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অনুশীলনের ফলে কতকগুলি মনোজ্ঞ তথ্যে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ইতিহাস, আইন ও ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, ইংলণ্ডীয় বিদ্যার্থিগণ সাধারণতঃ কিরূপ অবস্থায় কার্য্য করিতে বাধ্য হন, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক ডেভিড্স তাঁহার Buddhist India (বৌদ্ধ যুগের ভারত) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যেন একটু তীব্র ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনা-মূলক আলোচনা করিলে, এইরূপ মনে হওয়াই সম্ভব যে; ভারত ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত নহে, জার্ম্মাণ সাম্রা-জ্যের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তির প্রাচ্য বিদ্যা আলোচনা করিবার উপযোগী অসামান্য প্রতিভা ছিল, তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের উৎকৃষ্টাংশ প্রতিদিন তরুণ বালকগণের শিক্ষকতায় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেন; কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থাই চলিয়া আসিয়াছিল। অধি-

কাংশ স্থলেই ইহা বোধ হয় সত্য যে, যে ব্যক্তির অনু-সন্ধান-কার্য্য করিবার দক্ষতা আছে, প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার যৎসামান্য। ইহাই ডাক্তার বিস্ ডেভিড্-সের অভিযোগের প্রধান কারণ। আমাদের দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের উপর হইতে অপসারিত হইয়া ভারতের উপর পতিত হয় এবং আমরা দেখিতে পাই যে, দীর্ঘ দিনব্যাপী পরিশ্রমক্লান্ত ব্যক্তিগণের অবসর সময়ে অধীত ভারতীয় বিদ্যার ফলে এতাদৃশ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তখন আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। যাঁহাদের এই সকল কার্য্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি আছে, তাঁহাদের হস্তে মুখ্য-ভাবে এই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হয় না—সেগুলি বাজে কাজ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ; এবং যে সকল কার্য্য সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম করণীয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, সেই সকল কার্য্য স্বেচ্ছাবৃত ব্যক্তিদিগকে বিক্ষিপ্ত-ভাবে করিতে দেওয়া আমার মতে বৃটিশ-শাসনের সামান্য দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক নহে। জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহ প্রদান করাই যে সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা নহে। গবেষণার অনুসন্ধান ফল সাধারণের বোধ-গম্যভাবে যাহাতে প্রচারিত হয়, সভ্য সরকারের সেদিকেও লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তার লাহা মহা-শয়ের কৃত ভারতে শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক এই আলোচনা সৎশিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের পরিপোষণ করিবে। এই

বিশ্বাসে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিলাম।

সেণ্ট জন্স হাউস, কলিকাতা।
ক্রিস্‌মাস্‌ ইভ্‌, ১৯১৪

ওয়ালটার কে,
ফাম্মিংগার

সূচনা

ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান নরপতি, ওমরাহ ও সাধারণ ব্যক্তি বিদ্যার উন্নতিকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য পুস্তকে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। (১) কিন্তু এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা কেবল তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী অথবা তাহারও পূর্ব্ববতর কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতি ভারতে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেবল তাঁহাদের স্বজাতির মধ্যে নহে এ দেশবাসীর মধ্যেও বিদ্যা বিস্তারকল্পে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার প্রাথমিক ইতিহাস এখন নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেতু প্রাচীন মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়ে যে সকল য়ুরোপীয় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,— তাঁহাদের এই বিষয়িণী প্রচেষ্টার সুসম্বদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমাদের নিকট যে সকল উপাদান সংগৃহীত আছে, সেগুলি হইতে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

---

(১) গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মুসলমান শাসনকালে (মুসলমান কর্ত্তৃক) বিদ্যার উন্নতি নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দক্ষিণ ভারত

প্রথম অধ্যায়

ইংলণ্ডীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দক্ষিণ-ভারতে শিক্ষা সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান

বিষয় ... পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে শিক্ষা সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় ...

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

উত্তর ভারত

কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত স্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ইংলণ্ডীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দক্ষিণ-ভারতে শিক্ষা-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান

—ঃ০ঃ—

প্রথম অংশ

ধর্ম্ম-শিক্ষা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের ইতিহাসে ভারতীয় জনসাধারণের, এমন কি এদেশে জাত য়ুরোপীয়-দিগের মধ্যেও বিদ্যা-শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার প্রমাণ অনুসন্ধান করা নিষ্ফল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কোম্পানী প্রথমে লোক-শিক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেশীয় জনগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা-দান এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা যে সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সেই সকল স্থানবাসি-গণের মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদিগের সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার পরিহার-সাধনই কোম্পানীকে লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই বিষয়ে মিষ্টার জে, ডবলিউ, কে বলিয়াছেন,—"ঠগি-

দিগের সন্তানগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই শ্রীমান জব্বলপুরে একটি শ্রমশিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যে সকল ভীলকে আউট্র্যাম খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সন্তানগণকে তিনি খান্দেশে একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন এবং নরবলি-প্রদানকারী খন্দদিগের হস্ত হইতে ম্যাক্‌ফার্সন যাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেই প্রকৃতভাবে লোক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। হিন্দুদিগকে শিক্ষাদান করা খৃষ্টানদিগের কর্ত্তব্য, এ কথা কোম্পানীর পূর্ব্বতন কোন কোন সনন্দে স্বীকৃত হইলেও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সরকারের সেই মহৎ কার্য্য সংসাধনের কোন প্রকৃষ্ট লক্ষণই দেখা যায় নাই।" (১)

আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচাররূপ চরম লক্ষ্য সাধনকল্পেই য়ুরোপীয়রা এদেশে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের দিকেই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দেশীয় জনগণের নিজের মাতৃভাষায় তাহাদের মনে খৃষ্ট ধর্ম্মমত অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে তাহারা উক্ত ধর্ম্মমত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যে কোম্পানী

---

(১) J. W. Kaye's *Administration of the E. I. Co.* Pt. v, Ch. I, p. 587.

ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয়রাও সেই জন্য দেশীয় লোকের ভাষা শিখিতেন। শুনা যায় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসী-দিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকল্পে তাহাদের স্বদেশবাসী-দিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকরূপে গ্রহণ করিবার এবং ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারক যাহাতে যোগ্যতার সহিত ধর্ম্মপ্রচারে সমর্থ হন, তাহার জন্য কোম্পানীর ব্যয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কাপ্তেন বেষ্ট জনৈক ভারতীয় যুবককে স্বদেশে লইয়া গিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাহার নাম রাখেন পিটার। (তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস্ তাহার নাম নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছিলেন।) ঐ ব্যক্তি যাহাতে যোগ্যতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যে বেষ্ট সাহেব তাহাকে কোম্পানীর অর্থে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানও করিয়াছিলেন। এই যুবকটি সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে সে কি করিরাছিল, তাহা জানা যায় না। এই সময় খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষাকার্য্যের চেষ্টা চলিতে ছিল এবং তৎসম্বন্ধে বহু প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার দার্শনিক-প্রবর মান্যবর রবার্ট বয়েল্, ব্যাক্‌ষ্টার কর্ত্তৃক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত প্রস্তাবটি কোম্পানীর নিকট পুনরায় পেশ করিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের

একটি মন্তব্যও জানাইয়াছিলেন। সেই মন্তব্যের মূল কথা এই যে, কোম্পানীর নিযুক্ত চ্যাপ্‌লেন (গীর্জ্জার ধর্ম্ম-যাজক) দিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার করাইতে হইবে। অক্সফোর্ডের বিশপ (প্রধান ধর্ম্ম-যাজক) ডাক্তার ফেল্‌ বলেন যে, কোম্পানী যদি অক্সফোর্ডে ছাত্র প্রেরণ ও তাহাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে আরবী ভাষা শিখাইবার ভার লইবেন। প্রস্তাবকারিগণের প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই কয়টি উপকরণ ও সুযোগ বর্ত্তমান ছিল :—

১। বয়েল্‌ কৃত মলয়.ও তামিল ভাষায় অনূদিত বাইবেল ও শিষ্যবর্গের অনুষ্ঠানাবলি। (Acts of the Apostles.)

২। গ্রোটিয়াস্‌ প্রণীত Truth of the Christian Religion খৃষ্ট ধর্ম্মের সত্যতা নামক গ্রন্থের পিকক্‌ কৃত আরবী ভাষায় অনুবাদ।

৩। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের আর্চবিশপ লর্ড আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—তৎকর্ত্তৃক আরবী ভাষা শিক্ষাদান।

৪। আরবী ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ডাক্তার ফেলের আত্ম-নিয়োগের প্রস্তাব।

৫। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্যদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ-সাহায্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

নানা কারণে এই প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়াছিল।—১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফেলের মৃত্যু, ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদের অবসান এবং কেবল পাঁচ বৎসরের জন্য পুনরায় সনন্দ-প্রাপ্তি। ইহা ভিন্ন আরবী এবং মলয় ভাষার সাহায্যে ভারতে খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ কোন ফল হইবে না,—ইহাও বুঝা গিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ বয়েল্ কৃত মলয় ভাষায় অনূদিত বাইবেলের মুদ্রণে ও কেম্পানীর উপনিবিষ্ট স্থানে উহা বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা অর্থ-প্রদানকারিদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে কোম্পানী মনে করিলেন যে, পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত পুস্তকে অধিকতর সুফল ফলিবে; সেই জন্য তাঁহারা কোম্পানীর উপনিবিষ্ট স্থানে বিতরণ করিবার জন্য অনেক পুস্তক প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও কোম্পানী ভুল করিয়া বসিলেন।—ভারতের যে সকল স্থানে য়ুরোপীয়দিগের বসতি ছিল, সেই সকল স্থানে যে পর্ত্তুগীজ ভাষায় জন সাধারণ কথোপকথন করিত, তাহার বাহিরের ঠাটটুকু মাত্র পর্ত্তুগীজ ছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা নানা ভাষার মিশ্রণে একটা অপভাষা মাত্র।

ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক যেমন দুর্ব্বোধ্য, বিশুদ্ধ পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থও তদ্রূপ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের ধর্ম্মযাজক মিষ্টার লুইস (১৬৯১—১৭১৪) ঐ 'খিচুড়ি' ভাষা শিক্ষা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে উহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া জনসাধারণকে সেই ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি ভারত পরিত্যাগ করিলে আর কেহ সেই মিশ্র ভাষাকে আমল দেন নাই এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকগণ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অংশ

লৌকিক শিক্ষা

কোম্পানী ধর্ম্ম-শিক্ষার বিস্তারকল্পে ও ধর্ম্মপ্রচারকগণকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত আরবী, তামিল প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষা দিবার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—তাহার বিবরণ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এবং ধর্ম্মপ্রচারকবর্গ জনসাধারণকে লৌকিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করা উচিত।

(ক) পর্ত্তুগীজ ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের অধিবাসী বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা-প্রদান সম্বন্ধে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বিশেষ অনুসন্ধান করেন এবং তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদের মত প্রকাশ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী প্রিঙ্গল্ নামক স্কটলণ্ডবাসী জনৈক ধর্ম্ম-প্রচারককে নিযুক্ত করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। প্রিঙ্গল্ একটী বিদ্যালয়ে পর্ত্তুগীজ ও বৃটিশ য়ুরেশীয়দিগকে এবং কোম্পানীর যে কয়জন অধস্তন কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত পর্ত্তুগীজ অপভাষাতেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রিঙ্গলের বেতন ছিল বার্ষিক পঞ্চাশ পাউণ্ড বা পাঁচ শত টাকা। প্রিঙ্গল্ ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে তাঁহার স্থানে মিষ্টার র‍্যাল্ফ অর্ড ঐ বেতনেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর কাল ঐ কার্য্য করেন। তিনি অন্য কার্য্য করিবার অনুমতিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রিঙ্গল্‌কে এইরূপ অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে অর্ড কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং মাসিক ছয় প্যাগোডা বেতনে, অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ত্তীদিগের যে বেতন ছিল, তাহার অর্দ্ধেক বেতনে, মিষ্টার

বার্কার তাঁহার পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বার্কারের মৃত্যু হয়,—তদবধি ঐরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত ছিল। এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের প্রতি-পালনের ও শিক্ষাদানের জন্য ইহার দাতব্য ভাণ্ডারে অর্থাগম হইতে লাগিল। ফলে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করা নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বার্কার প্রথম কয়েক বৎসর প্রায় স্বাধীনভাবেই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই জন্যও এই তত্ত্বাবধান বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পর কোম্পানীর ডিরেক্টার-গণ চ্যাপ্‌লেনগণের (ধর্ম্ম-যাজকগণের) হস্তে তত্ত্বাবধানভার অর্পণ করেন এবং তাঁহাদের এই নূতন কর্ত্তব্য সুনির্ব্বাহার্থ তাঁহারা পর্ত্তুগীজ এবং তামিল ভাষা শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হন। অন্য প্রসঙ্গে আমরা যে মিষ্টার লুইসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রদানের জন্য এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের উপদেশ দানের জন্য তিনি মাদ্রাজ কোর্টের শাসনকর্ত্তা মিষ্টার পিট্‌কে বালকদিগের জন্য একটি এবং বালিকাদিগের জন্য একটী—এইরূপ দুইটি স্বতন্ত্র শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ ভাষাতে শিক্ষাদানই মিষ্টার লুইসের উদ্দেশ্য ছিল। লুইসের নিকট পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত বাইবেলের

প্রার্থনা-পুস্তক এবং প্রশ্নোত্তর পুস্তক (Catechism) ছিল এবং তিনি স্বয়ং বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিটের নিকট যে প্রস্তাব করাইয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুবাদ করিবার শ্রম একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি ট্রাঙ্কেবারের দিনেমার ধর্ম্মযাজক জিগেন্‌বাল্গ্‌ এবং গ্রাণ্ডলারের নিকট তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তদ্দর্শনে তাঁহারা সমগ্র বাইবেল্ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা ট্রাঙ্কেবারে, ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে এবং মাদ্রাজে যে পর্ত্তুগীজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সেই অনূদিত বাইবেল বিতরিত হইয়াছিল। কোম্পানী যদিও লুইসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁহার সামর্থ্যানুযায়ী শক্তির প্রয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা লুইসের বিশেষ প্রশংসার কথা। তিনি কোম্পানী বা অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বয়ং একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং যত দিন তিন ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে ছিলেন, ততদিনই তিনি ঐ বিদ্যালয় পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহার স্থলা-

ভিষিক্ত ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড উইলিয়াম ষ্টিভেন্সন্ অল্পদিন ঐ বিদ্যালয় চালাইয়াছিলেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যটক লকিয়ার্ মাদ্রাজ দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; ইনি লুইসের সময়ের ঐ স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই বিবরণে লুইসের বিশেষ কৃতিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লাকিয়ার্ বলিয়া গিয়াছেন যে, গীর্জ্জার পুস্তকালয়ের নিম্নতলে একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে এই অবৈতনিক বিদ্যালয় বসিত; এই পুস্তকালয়টিতে নিতান্ত অল্প পুস্তক ছিল না; পুস্তকগুলির মূল্য ৪৩৮০ টাকা।

(খ) ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান
"সেণ্ট্ মেরির স্কুল"

লুইসের পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজক লুইসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ইংরাজী সৈনিক-সন্তানদিগের পক্ষে পর্ত্তুগীজ বিদ্যালয় অপেক্ষা ইংরাজী বিদ্যালয়ই অধিকতর প্রয়োজনীয়। সেই জন্য তিনি দিনেমার মিশনরীদিগের হস্তে পর্ত্তুগীজ শিক্ষাদানের ভার দিয়া একটি ইংরাজী বিদ্যালয় (সেণ্ট্ মেরির স্কুল) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তিনটি কারণে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ লুইসের বিদ্যালয় এবং প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই,—

(১) লুইস পর্ত্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু

কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ ভাষা জানিতেন না। (২) খৃষ্টীয় ধর্ম্মজ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতি (The Society for promoting Christian Knowledge) ইতঃপূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ ভাষায় শিক্ষা-দানার্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দিনেমার মিশনরীদিগকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। (৩) অর্থের অনটন-প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে কেবল বৃটিশ য়ুরেশীয়-দিগের সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী হইতে হইয়াছিল এবং উহাদের জন্য একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত দেশীয়দিগের জন্য ষ্টিভেন্সন্ আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেণ্টমেরির দাতব্য বিদ্যালয় (St. Mary's Charity School) নাম দিয়া একটি মাত্র ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৮টি বালক ও ১২টি বালিকা লইয়া ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ইংরাজী শিখিলে প্রচার-কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া ট্রাঙ্কেবারের দিনেমার মিশনারী মিষ্টার গ্রাণ্ডলার্ খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতির অনুরোধে একটি পর্ত্তুগীজ যুবককে ইংরাজী শিখিবার জন্য এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(১) নূতন সনন্দ-প্রাপ্তি—শিক্ষা-সম্পর্কীয় ইঙ্গিতের ফলে সেণ্ট মেরির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোম্পানী যে সময় আবার নূতন করিয়া সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের কার্য্যাবলীর বিশেষ সমালোচনা হইয়াছিল। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নরউইচের ডীন (Dean), ডাক্তার প্রিডো যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উদাহরণ-স্বরূপ যে একটি বিপরীত মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ওলন্দাজরা সিংহলে সম্প্রতি একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।......এই বিষয়ে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত অমনোযোগী।" ইনি এ বিষয়ে নিজের একটি সংকল্প উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সংকল্পে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে মান্দ্রাজের, বোম্বাইয়ের এবং ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের অধিবাসীদিগকে শিক্ষাদিবার জন্য ঐ সকল স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করাই সমীচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রিডোর প্রস্তাব যথাযথভাবে অনুসৃত না হইলেও তাঁহার মন্তব্যের প্রভাবে এবং এই সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তির সমালোচনার ফলে কোম্পানীর নূতন সনন্দে লোক-শিক্ষা প্রদানের জন্য অধিকতর যত্নশীল হইবার ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছিল। দুর্গাধিষ্ঠিত স্থানসমূহে কোম্পানী

য়ুরোপীয় যুবকদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যখন তাঁহাদিগের উপর এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত হয় যে তাঁহারা ভারতবাসীদিগের শিক্ষা-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই, তখন তাঁহারা সে অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন নাই। সেই জন্য সনন্দে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল ;—

"ভারতে উপনীত হইবার পর এক বৎসরের মধ্যেই সকল ধর্ম্ম-যাজকই পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহারা যে সকল দেশে অবস্থিতি করিবেন, সেই সকল দেশের ভাষা শিক্ষাতেও যত্নশীল হইবেন। তাহা হইলে যে সমস্ত হিন্দু, কোম্পানীর অথবা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের দাস বা ক্রীতদাস হইবে, তাহাদিগকে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-শিক্ষাদানের সুবিধা হইবে।

আমাদের ইহাও ইচ্ছা এবং তজ্জন্য আদেশ করিতেছি যে, কোম্পানী উক্ত সেনাবাস সমূহে এবং প্রধান প্রধান কুঠীগুলির মধ্যে যেখানে দরকার হইবে, সেইখানেই শিক্ষক রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন ; উক্ত সনন্দের আর একটি ব্যবস্থা ছিল যে, যে সকল জাহাজে পাঁচ শত টনের অধিক মাল বোঝাই হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাহাজে শিক্ষকগণ নিযুক্ত থাকিবেন।"

কোম্পানীর অধীন ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা-দান করা আবশ্যক বলিয়া ডিরেক্টারগণ যে ছয় ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছিলেন, তাহা যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই বিষয়ে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর মনযোগী হওয়ার অন্যতম ফলই সেণ্ট্ মেরির দাতব্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

(২) সেণ্ট্ মেরির বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী ও উহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

মিষ্টার্ হুইলার্ এই দাতব্য বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সেই নিয়মগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় কোন দোষ হইবে না।

১। ইংরাজাধিষ্ঠিত নগরের মধ্যে কোনও সুবিধাজনক স্থানে প্রথমে ত্রিশ জন দরিদ্র প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বী বালকের উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তথায় তাহারা বিনামূল্যে আহার ও শিক্ষা পাইবে।

২। ছাত্রগণ ব্যাবহারিক ধর্ম্মজ্ঞানে এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত হইবে। অতএব যাঁহারা পার্লামেণ্টের বিধিমতে অভিজ্ঞ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, সেই সকল শিক্ষক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে পারিবেন না।

৩। বালক হউক বা বালিকাই হউক যাহাদের পাঁচ বৎসর বা ঐরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছে, তাহারাই এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। তাহাদের বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইলে তাহারা কর্ম্মচারী বা শিক্ষানবীশরূপে নিযুক্ত হইবে। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে বালকদিগকে লিখিতে, পড়িতে, হিসাব রাখিতে এবং তাহাদের আর যাহা কিছু বেশী শিখিবার উপযুক্ত—তাহাই তাহাদিগকে শিখান হইবে। বালিকাদিগকে পড়িতে ও গৃহস্থলীর আবশ্যক কাজকর্ম্ম শিখান হইবে।

৪। বিদ্যালয়ে ছাত্রগ্রহণ বা অন্য কোন গুরুতর কাজ করিবার পূর্ব্বে মান্যবর গবর্ণর বাহাদুরের সম্মতি লইতে হইবে।

৫। গীর্জ্জার অধ্যক্ষ ও ধর্ম্মযাজকগণ সর্ব্বদাই দাতব্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করিবেন; তদ্ভিন্ন যজমান-সভা (vestry), স্কুলের সুবন্দোবস্তের ও সযত্নতত্ত্বাবধানের জন্য প্রতি বৎসর আরও তিনজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিবেন। এই সকল কার্য্য সংসাধন করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়কবর্গ (অথবা ন্যূনকল্পে তাঁহাদের মধ্যে চারিজন) সভাগৃহে প্রতি সপ্তাহে একটি অধিবেশনে মিলিত হইবেন। এই অধিবেশনে তাঁহারা যদি কোন গুরুতর বিষয়ে একমত হন, তবে সেই বিষয়টির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং গবর্ণরের অনুমোদনের জন্য তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

৬। যজমান-সভা কর্ত্তৃক এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত তত্ত্বাবধায়কদিগের মধ্যে একজনকে বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইবে। ইঁহাকে বিদ্যালয়ের আয়, ব্যয় ও স্থিতির রীতিমত হিসাব রাখিতে হইবে; উহা প্রত্যেক যজমান-সভায় দাখিল করিতে হইবে। যদি সাপ্তাহিক সভায় বা অন্য কোন সময়ে অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কগণ বা কোন চাঁদাদাতা ঐ হিসাব দেখিতে চাহেন তাহা হইলে, তাঁহাকেও উহা দেখাইতে হইবে।

৭। স্কুলের আয় হাজার প্যাগোডা হইলে অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া ও গবর্ণরের সম্মতি লইয়া কোষাধ্যক্ষ উহা নৌবাণিজ্যে নিযুক্ত করিবেন বা সুদে খাটাইবেন; যদি এই ভাবে উক্ত অর্থনিয়োগ করা না হয়, তাহা হইলে উহা সাধারণ সুদে গীর্জ্জাকে কর্জ্জ দিতে হইবে।

৮। দাতব্য বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ এবং উপকারের জন্য যে সমস্ত খত, হুণ্ডী, চিঠা, এবং অন্যান্য দলিল-পত্র তৈয়ার হইবে সেইগুলি উপস্থিত মত কোষাধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়কদিগের নামে লিখিত হইবে এবং ঐ সকল দলিল-পত্র বাবদ টাকা তাঁহাদের নামে আদায় হইবে।

৯। বিদ্যালয়ের জন্য উইল অনুসারে প্রাপ্ত সম্পত্তি, এবং দান ও উপকারার্থ লব্ধ দ্রব্যাদি—উহা টাকাই হউক বা অন্য কোন জিনিষই হউক—তাহাদের বিবরণী

নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক যথাযথ ভাবে লিখিত হইবে এবং খাতার প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নদেশে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে।

১০। বিদ্যালয়ের পূর্ব্বকথিত মূল উদ্দেশ্যের এবং প্রকরণ-পদ্ধতির অনুকূল কারণ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অপর কোন ভাবে বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন অংশ কোনরূপ অছিলায় ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

১১। সকল প্রকার জটিল ব্যাপারে এবং কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তত্ত্বাবধারকগণ যজমান সভা আহ্বান করিবার জন্য গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবেন; সেই সভার অধিক সংখ্যক চাঁদাদাতার মতানুসারে এই সকল বিষয় মীমাংসিত হইবে।

১২। উল্লিখিত বিধিগুলি দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থায়ী নিয়ম এবং মৌলিক গঠন-বিধি বলিয়া গণ্য হইবে। তত্ত্বাবধারকগণ এই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য; অতএব উল্লিখিত নিয়মগুলি একখানি খাতার প্রথমেই লিখিয়া রাখিতে হইবে। তত্ত্বাবধারকগণ ভবিষ্যতে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যে সমস্ত আদেশ এবং বিধি প্রদান করা আবশ্যক মনে করিবেন,—সেইগুলিও তাঁহারা সেই খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু এই সকল পরবর্ত্তী আদেশ প্রথমতঃ তৎকালীন গবর্ণর ও কাউন্সিলের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

এই সকল নিয়মের মধ্যে কতকগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, যথা বিদ্যালয়টি ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম (Church of England) বিদ্যালয় হইবে ; সাতজন ব্যক্তির উপর ইহার পরিচালন ভার থাকিবে। দুইজন ধর্ম্মযাজক, দুইজন গির্জ্জাধ্যক্ষ (church wardens) এবং যজমান সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত তিনজন তত্বাবধারককে বিদ্যালয়ে ছাত্রগ্রহণ প্রভৃতি বিশেষ ব্যাপারে সকাউন্সিল গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হইবে।

(৩) প্রাথমিক অবস্থা

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিয়ৎকাল পরে উহার ছাত্র-সংখ্যা ৩০ জনের অধিক হইয়াছিল। দানস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ ব্যতীত ছাত্রদিগের শিক্ষার ও ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক সাহায্য সংগৃহীত হইত। বালকগণ একটি মহলে একজন শিক্ষক ও একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে থাকিত, এবং বালিকারা একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও তাঁহার সহকারিণীর অধীনতায় বাস করিত।

দুইখানি দান-পত্র হইতে প্রাপ্ত ৩৫০ পাউণ্ড লইয়া স্কুলটি খোলা হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অন্যান্য লোকের দানে ঐ টাকা ১০০০ পাউণ্ডে বা ১০,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল ; ইহার মধ্যে গবর্ণর স্বয়ং ২২৫ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। প্রথমে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই স্কুল

হইত, কিন্তু ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এই বিদ্যালয়ের জন্য জার্সি গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূমি প্রদান করেন। চারিদিক্ হইতে লোকে এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-পুস্তক, বানানের বই, বাইবেল এবং উহার প্রশ্নোত্তর-পুস্তক মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিল। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ জার্সি গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূমি বিক্রয় করিয়া কেল্লার পশ্চিমদিকে নদীর মধ্যস্থিত দ্বীপে একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করাই স্থির করিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যালয়ের জন্য নূতন বাড়ী বাবহৃত হইতে থাকে, অবশেষে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দুর্গের রক্ষণ বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে দৃঢ়ীভূত করিবার সময় বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতে ৫ হাজার প্যাগোডা খরচ হইয়াছিল। ঐ দ্বীপে বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য স্থানাভাব হয় নাই। গবর্ণর ও কাউন্সিল প্রশংসার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের বাড়ীটি একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি এবং ঐ স্থানের অলঙ্কারস্বরূপ।

(৪) বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং উহার স্থান-পরিবর্ত্তন

জন মিচেল, সেণ্ট মেরির বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যেই তিনি মেয়রের আদালতে দুর্গের সেনানায়ক কর্ত্তৃক (commandant) অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে,—তিনি উক্ত সেনানায়কের কন্যাকে বিবাহের ছলনায় প্রলুব্ধ করেন এবং সেই বিবাহে তিনি নিজেই বর এবং পুরোহিত উভয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। মিচেল যদিও একজন সৈনিক ছিলেন—কিন্তু তিনি ধর্ম্মযাজকের ভাণ করিয়াছিলেন; কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ধর্ম্মযাজক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা মিচেলকে সচ্চরিত্রতার জন্য জামিন দিতে এবং যথাসম্ভব সত্বর ইংলণ্ডে যাইতে আদেশ করেন। বিদ্যালয়ের শৈশবাস্থায় এইরূপ ঘটনা ঘটা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়! মিচেল পদচ্যুত হন এবং মেন নামে আর এক ব্যক্তিকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন প্রয়োজন বশতঃ বিদ্যালয়-গৃহ দ্বীপ হইতে স্থানান্তরিত হয়, তখন কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য

আদায় হইয়াছিল ; কিন্তু এই সময় কোম্পানীর অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকায় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও অল্প মূল্য গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। যাহা হউক, কোম্পানী ইহার কতকটা ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন,—কারণ বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে কিছুদিনের জন্য উচ্চহারে সুদ দিয়া তিন হাজার প্যাগোডা ঋণ গ্রহণ করেন।

দ্বীপ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার পর, বিদ্যালয়টি দুইটি স্বতন্ত্র বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়,—একটি বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল এবং আর একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টীরা বিদ্যালয়ের জন্য যে ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন,—কিছুদিন পরে ঐ ভূমি তাঁহারা ৩০০ প্যাগোডা মূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। ইহার তিন মাস পরেই দুর্গ ও প্রাচীরবেষ্টিত মাদ্রাজপত্তন (মাদ্রাজ নগর) ফরাসীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

স্যামুয়েল ষ্টেভলী ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হুইট-গিফ্‌ট ফ্রীস্কুলের শিক্ষক ছিলেন ; ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অতিরিক্ত এক শত পাউণ্ড বেতন দিয়া উক্ত দাতব্য বিদ্যালয়ের পরিচালন এবং পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব হয়। তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। শ্রীমতী মেরী উইলিয়মস্‌ মিডিলগেট ষ্ট্রীটে যে বাড়ীগুলি যজমান-সভাকে দান করিয়া যান, তাহারই একটি বাড়ীতে

বিদ্যালয় চলিতে লাগিল। বিদ্যালয়টি এই প্রকারে দুর্গাভ্যন্তরে নীত হয়, এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় থাকে। যজমান-সভার সদস্যবর্গ ও সাধারণ লোক বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহারা ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের ভদ্রলোকদিগের নিকট তাঁহাদের স্থানীয় দাতব্য ভাণ্ডার এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের দাতব্য ভাণ্ডার একত্র করিবার এবং উভয় স্থানের সামরিক ব্যক্তিদিগের সন্তানদিগকে মিঃ ষ্টেভলী কর্ত্তৃক শিক্ষাদিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ দুর্গ অবরোধের সময় বিদ্যালয়ের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। যে বাড়ীতে বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল, গুলিগোলায় সেই বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সুতরাং কোম্পানীর প্রদত্ত অন্য বাড়ীতে বিদ্যালয়টি তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বাড়ীটি মেরামত করিবার প্রয়োজন হয়, এবং অধিক সংখ্যক কোম্পানীর পিতৃ-মাতৃহীন সৈনিক সন্তানকে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়,—সেই জন্য টাকারও অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

যজমান-সভা এই সময় উক্ত প্রেসিডেন্সিতে এবং উহার অধীনস্থ স্থানসমূহে চাঁদা তুলিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরের এই সময় চাঁদা তুলার পক্ষে প্রতিকূল হওয়াতে সেই সংকল্প সফল হয় নাই। ১৭৭৯

খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়ে যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কিছুদিনের জন্য গির্জ্জার বসত বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তখন আর একটি বাড়ীর জন্য কোম্পানীর নিকট আবেদন করা হয়, কিন্তু কোম্পানী সে আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। ইতিমধ্যে মাসিক ৬০ প্যাগোডায় বিদ্যালয়ের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়, কিন্তু এই ভাড়া দিতে স্কুলের বিশেষ কষ্ট হইত। এই সময় যজমান-সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে, গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে বিদ্যালয়-বাড়ীর সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া, হয় উহা বিদ্যালয়কে দান করুন, অথবা মিডিলগেট ষ্ট্রীটের জমিটি ৯৯ বৎসরের জন্য পাট্টা লইয়া জমাবিলি করুন। শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় এবং বার্ষিক ৫ প্যাগোডা হিসাবে পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল। যজমান-সভা তখন বাড়ীটি মেরামত করাইয়া উহা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার করিতে থাকেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই নূতন করিয়া প্রস্তুত বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল প্যাট্রিক রস বলেন যে, উহা পুনরায় গঠন করিতে ২৩০০ প্যাগোডা খরচ পড়িবে। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয় এবং বিদ্যলয়টি ব্লাক টাউনে অর্থাৎ দেশীয়গণ সহরের যে অংশে বাস করিতেন সেই অংশে উঠাইয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করা

হইলে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ প্যাগোডা দান করেন। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে বিদ্যালয়-গৃহটির নির্ম্মাণ শেষ হয় এবং উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়।

(৫) বিদ্যালয়ের আয়

এই বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারে কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হইত, পূর্ব্বেই আমরা তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ভিন্ন কয়েকটি অতিরিক্ত বিশেষ উপায়ের কথা নিম্নে বিবৃত হইল।

দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, এই অভিযোগে কাউন্সিলের নিকট চৌলট্রী দ্বিভাষীর বিচার হয়। বিচারে দ্বিভাষীকে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁহার কায়িক দণ্ড ও পাঁচশত প্যাগোডা অর্থ-দণ্ড হয়; ঐ অর্থ-দণ্ডের অর্দ্ধেক টাকা বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছিল।

যে স্থানে বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল, সে স্থানে রবিবারে যে সমস্ত নৌকা যাতায়াত করিত প্রতি নৌকা হইতে প্রত্যেক বার যাতায়াতের জন্য বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারে ৬ 'ফানাম' করিয়া কর আদায় করা হইত।

ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুর পর উইলের দান-বাবদ বিদ্যা-লয়ের যে আয় হইয়াছিল,—এ স্থলে তাহার উল্লেখ করাও অসঙ্গত হইবে না। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে চার্লস ডেভিসের

মৃত্যুর পর তিনি ২০০ প্যাগোডা দান করিয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যালয়ের তহবিলে ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুর পর দান-সূত্রে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১।	ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর নিকলাস মোর্স	৮০০	প্যাগোডা
২।	ত্রিচিনপল্লীর ক্রাইষ্ট চার্চ্চ গির্জ্জার নক্সাকর্ত্তা কর্ণেল জন উড	২০০	,,
৩।	রবার্ট হিউজ	১৮০	,,
৪।	শ্রীমতী ইসাবেল ক্রোক	১৫০	,,
৫।	জেম্‌স্ ষ্ট্রিন্‌গার	২৪০	,,

এই সকল দান হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা-কার্য্যে স্থানীয় লোকের বিশেষ আস্থা ছিল। উপরে যে সমস্ত দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ দান য়ুরোপীয় উপনিবেশের শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাব মোচন-কল্পে য়ুরোপীয়গণ অনেক সময় করিয়া গিয়াছেন। জেম্‌স্ উলী দুঃস্থ য়ুরোপীয় সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন,—উদাহরণ-স্বরূপ এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ের ইংলণ্ডের দুইজন বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদের প্রপিতামহ জন ব্যালফারের সহিত ঐ দানের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। জন ব্যালফার মিঃ উলীর উইলের একজন এক্সিকিউটর ছিলেন।

এখনও পর্য্যন্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের য়ুরোপীয় সন্তানগণ,—এমন কি রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বিরাও উলীর প্রদত্ত সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করিতেছে।

(৬) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে কোম্পানীর কার্য্য

কোম্পানী এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে যাহা করিয়াছিলেন, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিতে পারি। সর্ব্ব প্রথমে লণ্ডনস্থ খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতিই পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য জাতির সন্তানদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দিনেমার মিশনারিদিগের সাহায্যে তাঁহাদের ঐ কার্য্য চালাইবার ইচ্ছা ছিল। ঐ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া মিষ্টার লুইস্ ১৭১০ খৃাব্দে ট্রাঙ্কেবারস্থিত দিনেমার ধর্ম্মপ্রচারক জিগেনবাল্গের সহিত ঐ বিষয়ের আলোচনা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজক ষ্টিভেন্সন বৃটিশ য়ুরেশীয়দিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিনব প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কোম্পানী বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উহার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে অথবা উহার পরিচালন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা কেবল উহার তহবিল নিরাপদে রক্ষা করিবার পক্ষে এবং ন্যায্যভাবে উহার

অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন। ফরাসীদিগের হস্তে দুর্গ সমর্পিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের তহবিল নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে, কোম্পানীই উহা নিরাপদে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আমরা দেখিতে পাই, সপ্তদশ শতাব্দীতে ডিরেক্টারগণ শিক্ষা বিষয়ে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশনারিদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহাদের দায়িত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তাঁহারা নবাগত মিশনারিদিগের হস্তে শিক্ষাসম্পর্কীয় কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু আপনারা ঐ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-শূন্য হইয়া দাঁড়ান নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিপাদকালে তাঁহারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের কর্ম্মচারিদিগকে বিদ্যালয়ের হিসাব রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ের বাড়ী মেরামত করাইয়া দিতেন। যাহা হউক, প্রকৃত শিক্ষা-কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না, সুতরাং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে শিক্ষা-বিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মিশনারিরাই সেই সকল বিষয়ের অনুষ্ঠাতা; তাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারক রূপে অথবা দুর্গাদির ধর্ম্মযাজকরূপে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে শিক্ষা-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান

—:0:—

(ক) সোয়ার্জ্জ

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে শিক্ষাকার্য্য কিরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। খৃষ্টীয়-জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতির সমস্ত সদস্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত, এবং বিদ্যাদান বিষয়ে উৎসাহ-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিদ্যালয়-সম্পর্কীয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। সোয়ার্জ্জ নামক জনৈক জার্ম্মাণ ধর্ম্ম-প্রচারক ত্রিচিনপল্লী সহরে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) য়ুরোপীয় এবং য়ুরেশীয় বালকদিগের জন্য একটি মিশানারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি শোচনীয় ঘটনা হইতেই এই বিদ্যালয়ের সূচনা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে একটা বারুদখানা আগুন লাগিয়া উড়িয়া যায়। ফলে ৩৪জন য়ুরোপীয় সৈনিক ও ১০ জন সিপাহী নিহত, এবং ৬৬ জন য়ুরোপীয় সৈনিক ও ৪৪ জন সিপাহী আহত হয়। তাহাদের বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যা ছিল। সোয়ার্জ্জ এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করেন এবং সেই

শিশুদিগের তত্ত্বাবধান ও তাহাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য জনৈক নন্‌কমিশন্‌ড্‌ সেনানী ও তাঁহার পত্নীকে নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত অর্থ সেনাবাসের শাশন-বিভাগের সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও সৈনিকদিগের নিকট হইতে অনায়াসে সংগ্রহ করেন। এই প্রকারে ত্রিচনপল্লীর মিশনারী বিদ্যালয়ের পত্তন হইয়াছিল।

সোয়ার্জ্জ শীঘ্রই তানজোরে আর একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে ঘটনায় এই বিদ্যালয়ের পত্তন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :- ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সোয়ার্জ্জ তানজোরে যাইয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের শাসনকর্ত্তা সেই বৎসরেই তাঁহাকে তথা হইতে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং মহীশূরে হাইদার আলির নিকট একখানি সরকারী পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার যাতায়াতের খরচ বাবদ হাইদার তাঁহাকে এক থলি টাকা দেন—কিন্তু মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যাতায়াতের খরচ দিবেন বলিয়া, তিনি ঐ টাকা লইতে অসম্মত হন। হাইদার কিছুতেই তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না,—সুতরাং তাঁহাকে ঐ টাকা লইতে হইল। সোয়ার্জ্জ ফিরিয়া আসিয়া ঐ টাকা গবর্ণর ও কাউন্সিলকে প্রদান করেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ঐ টাকা ফেরৎ লইতে বলেন। তখন তিনি ঐ টাকায় তানজোরে একটি ইংরাজী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অনুমতি গ্রহণ

করিলেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের দানে ঐ ধন-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইবে এইরূপ আশা করেন। এইরূপে তানজোর অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের উৎপত্তি।

(খ) অন্যান্য শিক্ষাবিদ্।

খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতির রিপোর্ট এবং টেলরের লিখিত জীবন-বৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, করমণ্ডল উপকূলে ভেপারী নামক এক গ্রামে একটি বিদ্যালয় ছিল। উক্ত গ্রামে ইংরাজী ও পর্ত্তুগীজ শিক্ষক এবং পর্ত্তুগীজ ধর্ম্ম-সংসদের কেরাণী বেন্‌জামিন জন্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সেই সময়ে য়ুরোপীয় বালক-বালিকাদিগের জন্য দুইটি ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল,—একটি ভেপেরীতে, আর একটি কুডালোরে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ দুইটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে কিছুই করেন নাই, বা উহাতে নিয়মিতভাবে কোন সাহায্যও করেন নাই। খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সভার মিশনারিরাই ঐ বিদ্যালয় দুইটি স্থাপিত করিয়া ছিলেন, অধিকন্তু উহারা মিশনারিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইত। দাতব্য বিদ্যালয় ভিন্ন কোম্পনী অন্য কোন বিদ্যালয়-পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন না।

(গ) কাপুচিন মিশানারিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত রোমান ক্যাথলিক বিদ্যালয়

মাদ্রাজের কৃষ্ণসহরে (দুর্গের বাহিরে যে স্থানে দেশীয় লোক বাস করিত, সেই স্থানের নাম কৃষ্ণসহর) কাপুচিন মিশনারিদিগের পরিচালিত একটি রোমান ক্যাথলিক বিদ্যালয় ছিল ; উহাতে বিভিন্ন সমাজের বালকগণের সহিত য়ুরোপীয় সন্তানদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় বিদ্যালয় অপেক্ষা এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী উপসত্ব অধিক ছিল। কোম্পানী কেবল সদয়ভাবে বিদ্যালয়টি রক্ষা করিতেন, তদ্‌ভিন্ন তাঁহাদের সহিত এই বিদ্যালয়ের অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদ্যালয়টি তৎকালিক শিক্ষা-বিস্তার কল্লে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে লেডী ক্যাম্‌বেল কর্ত্তৃক পিতৃমাতৃহীন বালিকা-দিগের জন্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠা

—:0:—

প্রথম অংশ

আশ্রম-প্রতিষ্ঠা

কিন্তু যে কার্য্য সংসাধনের জন্য কোম্পানী প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সেই কার্য্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িতে লাগিল। খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতির রিপোর্ট (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের) এ বং উক্তা সমিতির ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজদিগের উপনিবিষ্ট স্থান সমূহে য়ুরোপীয় পিতার ঔরসে ও দেশীয় মাতার গর্ভে প্রতি বৎসর বহু শিশু জন্মিতে থাকে। মাদ্রাজে ও করমণ্ডল উপকূলে প্রতিবৎসর অন্যূন এইরূপ সাত শত করিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্যান্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে ; সেই জন্য ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের শাসন-কর্ত্তার পত্নী লেডী ক্যাম্পবেল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ

সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতি একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই প্রতি বৎসর ৫০ পাউণ্ড করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। কেবল যে কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছিলেন তাহা নহে,—পরন্তু আর্কটের নবাবও অর্থ-সাহায্য করেন। কারণ, যে ইংরাজ সৈনিকদিগের বাহুবলে তখনও তিনি নবাবের মস্‌নদে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদের সন্তানগণের উপকার করিতে তিনি ইচ্ছুক। উক্ত নবাব বাহাদুর মাউণ্ট রোডে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-সম্বলিত প্রকাণ্ড বাড়ী (ঐ বাড়ী পূর্ব্বে কর্ণেল জন উডের ছিল) ৮০০০ প্যাগোডা মূল্যে ক্রয় করেন। বাড়ীটি এবং ১৫০০ প্যাগোডা তিনি বিদ্যালয়ের জন্য লেডী ক্যাম্বেল্‌কে প্রদান করেন। স্থানীয় লোক-দিগের নিকট হইতে ৩০,০০০ প্যাগোডা চাঁদা আদায় হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে পরিচালক-সমিতি কার্য্যারম্ভ করিবার উপযুক্ত হয়েন। ৬২টি বালিকা লইয়াই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়, সেই জন্য এই বিদ্যালয়ের নাম হইয়াছিল,—Female Orphan Asylum অর্থাৎ অনাথ বালিকা-দিগের আশ্রম। ডিরেক্টারগণ প্রত্যেক বালিকার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে বৃত্তি দানে সম্মত হইলেন,—এবং যত দিন বালিকাদের সংখ্যা এক শতের অধিক না হইবে, ততদিন ঐ হারে প্রত্যেক বালিকাকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে,—এই মর্ম্মে এক স্থায়ী আদেশ প্রদান করিলেন।

কলিকাতায় অনাথ শিশুদিগের জন্য যে আশ্রম ছিল (Orphan House) তাহার জন্য প্রাথমিক ব্যয়-স্বরূপ ৮৯,৬৮৭ টাকা এবং প্রত্যেক বালকবালিকার জন্য পাঁচ টাকা হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল,—এই টাকা হারে সাহায্য মঞ্জুর করা অজুহাৎ দেখাইয়া উক্ত সাহায্য প্রার্থিত হইয়াছিল।

গবর্ণর, কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, দুই জন ধর্ম্মযাজক এবং অন্য ছয় জন ভদ্রলোক এই আশ্রমের পরিচালক হইবেন এইরূপ ধার্য্য হয়। বার জন পরিচালিকার অধীনে শিক্ষয়িত্রী ও পরিচারিকাগণ থাকিবেন,—তাঁহারাই বালিকা-দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আশ্রমে পাঁচ শ্রেণীর বালিকা থাকিবে, যথা—

(১) সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণের পিতৃমাতৃহীনা কন্যা।

(২) পিতৃহীনা অথবা মাতৃহীনা কন্যাগণ।

(৩) বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত য়ুরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সৈনিকদিগের কন্যা।

(৪) বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত ভারতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সৈনিক-দুহিতা।

(৫) উক্ত উপনিবেশে স্থিত অসামরিক উচ্চ কর্ম্মচারিগণের বিধিমতে বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত কন্যা।

এই সময়ে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, নানাদিকে নানা জরুরি কার্য্যে তাঁহাদের অর্থ খরচ করিতে হইত, সুতরাং প্রথম হইতেই কোম্পানীর স্কুলে দেয় টাকা

বাকী পড়িয়াছিল। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা হউক, কিছুদিন পরে ঐ টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে লেডী ক্যাম্বেল যেরূপ সুন্দরভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে উক্ত আশ্রমের স্থায়ী অভিভাবিকা করা হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মদিন—২০শে মার্চ্চ তারিখে উক্ত আশ্রমের পরিচালক-নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছিল।

আশ্রমের পরিচালকগণ আবশ্যক হইলে বালিকাদিগকে শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এই-রূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। আশ্রমের বালিকা-সংখ্যা শীঘ্রই একশত আট সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০০০ প্যাগোডা ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়-গৃহের আয়তন বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, এই সময় বিদ্যালয়ের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। ইংরাজ কোম্পানীর উৎকট বৈরী টিপু সুলতানের সহিত ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ করিবার আয়োজন করায়, এই বৎসর এই আশ্রমে ১৫০টি বালিকার স্থান করা প্রয়োজন হইয়াছিল। টিপু সুলতান কোম্পানীর মিত্র ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। বৃটিশ সৈন্য যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের অনুপস্থিতিকালে সন্তানদিগের কি গতি হইবে, এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সৈনিকগণ

এই আশ্রমের পরিচালকদিগের শরণাপন্ন হইলেন, আশ্রমের পরিচালকগণ সরকারের দ্বারস্থ হইয়া কহিলেন যে, আশ্রমে ১৫০টি বালিকার স্থান হইতে পারে, অতএব সরকার যদি মাসিক বৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়া ৭৫০ টাকা (অর্থাৎ প্রতি বালিকাকে মাসিক ৫ টাকা) দেন, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধ-যাত্রী সৈন্যদিগের সন্তানদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায়, সরকারের ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে বহুতর ব্যক্তি তাঁহাদের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে লইবার জন্য আবেদন করায়, বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁহাদের সেক্রেটারী রেভারেণ্ড সি ডবলিউ গেরিকের মারফতে সরকারের নিকট ১৫০টি বালিকার পরিবর্ত্তে ২০০টি বালিকার ভরণপোষণের জন্য বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া উহাদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। উহার পরেও ঐরূপ অনেক আবেদন হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অংশ

বালক-আশ্রম—'বেল' সাহেবের শিক্ষা-পদ্ধতি

বালিকাদিগের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই ১৭৮৭ (১) খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বালকদিগের জন্য যে আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহারই বিবরণ প্রদান করিব। অনাথ বালক, বিশেষতঃ কোম্পানীর নিযুক্ত সৈনিকদিগের পিতৃহীন সন্তানদিগকে শিক্ষাদান ও প্রতিপালনের জন্য এই নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ সরকার এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছিলেন; প্রত্যেক বালকের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হারে এই বৃত্তি ধার্য্য হয়,—অর্থাৎ বালিকাশ্রমে যে হারে বৃত্তি প্রদত্ত হইত, বালকাশ্রমেও ঠিক সেই হারেই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বালক এবং বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্য যে সেণ্ট মেরির দাতব্য বিদ্যালয় ছিল, তাহা যে ভাবে চলিতেছিল, সেইরূপ ভাবেই চলিতে থাকিল,—সঙ্কট-অবস্থানুযায়ী উহার পুনর্গঠনের প্রস্তাব কেহই বিশেষভাবে সমর্থন করিলেন না। কি ভাবে এই বিদ্যালয় গঠিত হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য এবং

(১) ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন এই আশ্রম খোলা হয়। ঐ মাসেই এই আশ্রমে ২১টি এবং জুলাই মাসে আরও ৩৬টি বালক ভর্ত্তি হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্ব সাকল্যে বালক-সংখ্যা ৬২ জন দাঁড়াইয়াছিল।

সমস্ত প্রাথমিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য পনর জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি সরকারের নিকট উক্ত মাসিক বৃত্তি ব্যতীত এগ্‌মোর কেল্লাবাড়ী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ৬ একর জমি (১৮ বিঘা) চাহিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চ্যাপ্‌লেন (ধর্ম্ম-যাজক) ডাক্তার বেল সরকার পক্ষ হইতে এই বিদ্যালয়ের ডিরেক্টার ও পরিদর্শক ছিলেন। স্বয়ং গবর্ণর, তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, প্রধান সেনাপতি, দুইজন চ্যাপ্‌লেন এবং সেণ্ট মেরির গির্জ্জার দুইজন অধ্যক্ষকে লইয়া স্থায়িভাবে একটি ম্যানেজার ও পরিচালক-সভা গঠিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বার জন সবডিরেক্টারও নিযুক্ত হন।

এই পদ প্রাপ্তির পর ডাক্তার বেল বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য একটি সব-কমিটী গঠিত করেন। তিনি ডিরেক্টারের সহিত সব-ডিরেক্টারের, এবং উচ্চ কর্ম্মচারিদিগের সন্ততির সহিত অন্য লোকের সন্ততির পার্থক্য লুপ্ত করিয়া দিলেন এবং ডিরেক্টার-দিগের তরফ হইতে তিন জনকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করেন,—তাঁহারা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও পরি-চালক-সমিতি হইলেন। তাঁহারা অর্থ সাহায্যের জন্য সাধারণের নিকট আবেদন করিলেন এবং এই মর্ম্মে আদেশ দিলেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইবে ; ছাত্রদিগকে কেবল লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে

শিখান' হইবে, এবং তিনি বালকদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কামিজ, পায়জামা, ও মধ্যে মধ্যে ব্যবহারের জন্য একটি করিয়া কোটের ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন একজন শিক্ষকের মাসিক ২০ ও আর এক জনের মাসিক ১৫ প্যাগোডা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

অর্থ-সাহায্য প্রাপ্তির জন্য সাধারণের নিকট আবেদনের ফলে, ফিল্ড-অফিসারের নিম্ন-পদস্থ সকলেই স্কুলের তহবিলে দুই দিনের বেতন প্রদান এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও ফিল্ড-অফিসারগণ অধিকতর অর্থ সাহায্য করেন। ১৯ নং ড্রাগুণ বা অশ্বারোহী সেনাদলের কর্ণেল ফ্লইড একজন অস্থায়িভাবে পদচ্যুত সেনানীর বেতন এবং কর্ণেল ব্রাথওয়েট ও অন্যান্য কয়েক জন সেনানায়ক সৈনিক-দিগের মধ্যে মদ্যপায়ীর জরিমানার টাকা স্কুলে পাঠাইয়া-ছিলেন। সামরিক সংসদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের যে সকল পুরস্কারের টাকার কেহ দাবীদার ছিল না, তাহা দান করিলেন; তাহা সাকল্যে ২২৭০ প্যাগোডা হইয়াছিল। মহীশুর যুদ্ধের পরে যে পুরস্কারের টাকার কেহ দাবীদার ছিল না (সর্ব্ব সাকল্যে ১৪,০০০ প্যাগোডা) তাহাও বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছিল; ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল এবং ইহার ছাত্র-সংখ্যা ১০০ হইতে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫০, এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দুই শতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

(ক) বেলের শিক্ষা-পদ্ধতি—ভারতীয় রীতি গ্রহণ

এই বিদ্যালয়ে একটি নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি, ডাক্তার বেল বহুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই স্থানীয় পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অধীন বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে "বেল পদ্ধতি" নামে পরিচিত। ডাক্তার বেল ঐ পদ্ধতি An Experiment in Education নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এই পদ্ধতি মাদ্রাজী পদ্ধতি বা ছাত্র-শিক্ষকপদ্ধতি (Pupil-Teacher System) নামেও অভিহিত হয়। এই পদ্ধতিতে সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ যাহারা শিক্ষালাভে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা নিম্ন মানের ছাত্রদিগকে পড়ায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে যতগুলি শিক্ষক ততগুলি ছাত্র থাকে। একশ্রেণীর শিক্ষক বা সর্দ্দার পড়ুয়া উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলে প্রথম বর্ষে তাহারা ছাত্ররূপে থাকে এবং আবার উন্নীতির সময় তাহারা ঐ শ্রেণীতে নবাগত ছাত্রদিগের শিক্ষকরূপে কার্য্য করে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক সহকারী ব্যতীত, কেবল একজন মাত্র নিম্নতর শিক্ষক লইয়াই কাজ চালাইতে পারেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পক্ষে এই পদ্ধতি যে অতি সুন্দর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(খ) কর্ডিনারের প্রদত্ত বিবরণ

বেলের স্থলাভিষিক্ত জেমস্ কর্ডিনার এই পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার Voyage to India (জলপথে ভারত-যাত্রা) নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,—"এই পদ্ধতির স্থায়ী কার্য্যকারী ক্ষমতা থাকায় কেহ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে কেহ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছে, বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে,—এইরূপ দেখা যাইবে না। দেখিলে মনে হইবে যেন একটা জীবন্ত কারখানার কার্য্য চলিতেছে ;—যেন কোন কাপড় কিংবা সূতার কলের বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ একটি চলন্ত এঞ্জিন কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে। এই পদ্ধতি সকলেরই কার্য্য-তৎপরতা ও মনোযোগিতা উদ্বুদ্ধ করে। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষক যেন গ্রীকদিগের ব্রাইয়েরিয়াসের ন্যায় শত হস্ত, অর্গাসের ন্যায় শত চক্ষু এবং মার্কারীর ন্যায় পক্ষ সম্পন্ন হইয়া উঠেন।" কর্ডিনার লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় উক্ত বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা ২৮০ জন ছিল; তাহাদের অধিকাংশই প্রধানতঃ ভারতীয় নারীর গর্ভজাত য়ুরোপীয় নন্‌কমিসন্‌ড অফিসার ও সাধারণ সৈনিকের সন্তান এবং অবশিষ্ট ছাত্র ইংরাজ উচ্চকর্ম্মচারী বা সেনানায়কদিগের সন্তান।

তাহাদিগের প্রত্যেককেই মাসিক ৩ প্যাগোডা হিসাবে বেতন দিতে হইত। কর্ডিনার আরও বলিয়াছেন যে, "একই প্রকোষ্ঠে বিদ্যালয় বসিত, ছাত্রগণ ভোজন ও শয়ন করিত। যে টেবিলে বসিয়া ছাত্রগণ আহার করিত, সেই টেবিলে বসিয়াই তাহারা পাঠ লইত। প্রকোষ্ঠের পাকা মেঝে, টেবিল ও বেঞ্চ ছাত্রদিগের শয্যা ছিল। অবশ্য মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া ছেলেরা শয়ন করিত, কিন্তু শয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহাদের পরিধেয় পরিচ্ছদ তাহারা পরিবর্ত্তন করিত না। তাহাদের কোনরূপ শয্যা ছিল না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই খালি টেবিলের উপর এবং বেঞ্চের উপর শয়ন করা পছন্দ করিত; কারণ তাহা হইলে তাহারা উচ্চস্থানে শয়ন করিতে ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে এবং অধিকতর স্নিগ্ধতা লাভ করিতে পাইত। তাহারা কার্পাস-নির্ম্মিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিত; সে পরিচ্ছদ নিতান্ত সামান্য,—একটি কামিজ ও পায়জামা মাত্র। তাহারা ঐ পোষাক সপ্তাহে চারিবার ছাড়িত। রবিবার এবং অন্য ছুটির দিনে বাহিরে যাইবার সময় তাহারা ইহার উপর আস্তিন-যুক্ত ওয়েষ্ট কোট ও চামড়ার টুপি পরিতে পাইত। ঐ সময়ে কোন কোন সর্দ্দার পড়ুয়া জুতা পরিত—কিন্তু মোজার কখনই ব্যবহার হইত না। তাহারা প্রধানতঃ ভাত এবং অল্প আচার খাইত; তাহাদের প্রতিদিনের খাদ্য একই প্রকারের ছিল।

রবিবারে তাহারা মেষ-মাংসের ঝোল ও একটু রুটি খাইত। —ইহাই তাহাদের বিলাসভোজ ছিল। * * * * ছেলেরাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের পাঠাদি প্রদানের কার্য্য করিত। শিক্ষকরূপে আমিই তাহাদের মধ্যে একমাত্র পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি ছিলাম। বিদ্যালয়টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ছাত্রদের মধ্যে দুই জন দুই জন করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইত; এই দুইজনের মধ্যে একজন শিক্ষাদাতা ও একজন শিক্ষাগ্রহিতা। যাহাদের কৃতিত্ব ও শিক্ষা অধিক তাহারাই শিক্ষাদাতা হইত। উহারা ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভে সহায়তা করিত এবং বরাবর তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া পাঠে তাহাদের মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক থাকিতেন। তাঁহারা সর্দ্দার পড়ুয়া ও ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, কার্য্যে নিরত রাখিতেন এবং পাঠ মুখস্থ হইলে পড়া লইতেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণ বা পড়া লওয়া হইত। সর্দ্দার পড়ুয়াদের বয়স ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। প্রতিবারে অতি অল্প ও সহজ পাঠ দেওয়া এবং বারংবার পাঠ দেওয়া হইত। প্রদত্ত পাঠ সুন্দর রূপে আয়ত্ত হইলে পরে নূতন পাঠ দেওয়া হইত।" এক অভিনব উপায়ে বিদ্যালয়ের নিয়ম-নিষ্ঠতা রক্ষিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রই সেই শ্রেণীস্থ ছাত্রমণ্ডলীর অনুষ্ঠিত

অপরাধের একটি তালিকা রাখিত, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-মণ্ডলীর অপরাধেরও একটি স্বতন্ত্র তালিকা-বহি থাকিত; প্রত্যেক সপ্তাহে উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-জুরীর দ্বারা অপরাধের বিচার হইত। বিদ্যালয়ের সম্পর্কিত যে সকল ব্যক্তি নিজেদের অভিযোগ কিংবা শিক্ষক অথবা ছাত্রগণের অপরাধ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই বহি দেখিবার এবং ইহাতে অভিযোগাদি লিখিবার অধিকার ছিল।

(গ) কর্ডিনার প্রদত্ত বর্ণমালা শিখাইবার বিবরণ

কর্ডিনার বালকদিগকে বর্ণশিক্ষা প্রদানের এক অপূর্ব্ব পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একটি টেবিল বা বেঞ্চের উপরে অল্প পরিমাণ শুষ্ক বালুকা বিছাইয়া রাখা হইত। বালক-শিক্ষক বা সর্দ্দার পড়ুয়া তাহার উপর একটি অক্ষর অঙ্কিত করিত, শিশু ছাত্রও তাহার অনুকরণে ঐ অক্ষরটি বালুকার উপর লিখিত। (১)

(১) কর্ডিনার ৮৭ পৃষ্ঠা। কর্ডিনার বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারতের সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়েই এই পদ্ধতিতে বর্ণশিক্ষা প্রদত্ত হইত। New Account of East India and Persia নামক গ্রন্থে ফ্রায়ার বলিয়াছেন যে, পাঠশালায় গুরু মহাশয়রা ধূলায় অঙ্গুলি দ্বারা ছাত্রদিগকে বর্ণশিক্ষা প্রদান করিতেন। বর্ণমালা শিক্ষা হইলে বালকগণ আস্তর দেওয়া কাষ্ঠ ফলকে board) লেখা অভ্যাস করিত, ঐ কাষ্ঠ ফলক লেখায় ভরিয়া গেলে উহা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছিয়া ফেলা হইত। সর্ব্বশেষে ছাত্রদিগকে কাগজে লিখিতে

(৮) ছাত্রদিগের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ে কর্ডিনারের বিবরণ

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রগণ প্রতিদিন কি ভাবে জীবনযাপন করিত, কর্ডিনার তৎসম্বন্ধে বেশ মনোরম বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণকে প্রভাতে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় শয্যাত্যাগ করিতে, একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ে স্নান ও তাহার তীরে দাঁড়াইয়া কেশ-বিন্যাস করিতে, এবং ৭টার সময় প্রাতঃকালীন প্রার্থনা-পাঠে যোগ দিতে হইত। তৎপরে তাহারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ৮টার সময় স্কুলে আসিত এবং বেলা ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলেই থাকিত। ১টার সময় তাহারা মধ্যাহ্ন

দেওয়া হইত। Hindusthan in Minature নামক গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড ২১০ পৃ) ফ্রেডরিক শোবার্ল বলিয়াছেন যে, মালাবারের পাঠশালার পড়ুয়ারা বালুকার উপর অঙ্গুলি দ্বারা বর্ণমালা লিখিত এবং লিখিবার সময় উচ্চকণ্ঠে সেই বর্ণের নাম উচ্চারণ করিত। ইনি সূক্ষ্ম বালুকা বিস্তৃত ছোট টেবিলে লিখিবার পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধিকতর উন্নত ছাত্ররা "ওল্লাস" বা শুষ্ক তাল পত্রে সূচাল কলম দিয়া লিখিত। দক্ষিণ-ভারতে তাল পত্রের উপর সূচাল কলম (লোহার খোন্তা) দ্বারা লিখন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আব্দুর রেজাক যে সময় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি এই প্রকারে লিখিতে দেখিয়াছেন (R. H. Major's India in the Fifteenth Century, p. 25) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আলেকজাণ্ডার হামিল্টনও এই রীতি দেখিয়াছেন (Pinkerton's Collection of Voyages, Vol viii, p. 410.)

ভোজন করিত, পুনরায় ২টার সময় স্কুলে যাইয়া অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত লেখা-পড়া করিত। তৎপরে তাহারা জনৈক শিক্ষকের সহিত ভ্রমণে বাহির হইত। উহারা অপরাহ্ণ ৬টায় সান্ধ্য-ভোজন, ৭টায় সান্ধ্য-ভজনে যোগদান এবং ৮টায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিত।

তাহাদিগকে লিখন-পঠন, পাটিগণিত, হিসাব-রক্ষণ, জ্যামিতি ও নৌবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলিও শিখান' হইত।

ছাত্রগণ ৪ বৎসর বয়সে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইত এবং যখন তাহাদের বয়স ১৪ হইত, তখন তাহাদিগকে কারিগর, আমিন, কেরাণী এবং নাবিকের কার্য্যে অথবা অন্য কোন কার্য্যে শিক্ষানবিশ লওয়া হইত। তিনজন জরাগ্রস্ত সৈনিক, মাষ্টার নামে অভিহিত হইয়া বিদ্যালয়ের রক্ষির কাজ করিত এবং ছেলেরা যখন বেড়াইতে যাইত, তখন তাহারা উহাদের পরিচালকস্বরূপ সঙ্গে যাইত। ইহাদের প্রত্যেকে বিদ্যালয়ের এক একটি প্রকোষ্ঠের এবং বিদ্যালয়ের সাধারণ আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিত, কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধে ইহাদের কোন হাত ছিল না।

(৬) বিদ্যালয়ের আয়

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দেখিয়া মাদ্রাজ সরকার ইহার আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য ডিরেক্টার-দিগকে অনুরোধ করিলেন। ডিরেক্টারগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। দুইবার সরকার ঐ অনুরোধ করিলেন,—দুইবারই অনুরোধ নিষ্ফল হইল। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়া মাদ্রাজের সরকারী ও বেসরকারী য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিদ্যালয়ের জন্য অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে সৈনিকদিগের ২৫০টি সন্তান ছিল, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ১০ টাকা হিসাবে খরচ পড়িত। কোম্পানী প্রত্যেক বালকের জন্য ৫৲ টাকা হিসাবে দান করিতেন, সুতরাং তাঁহারা মোটের উপর ৫০টি বালকের সমস্ত খরচ দিতেন,—এইরূপ বলা যাইতে পারে। সুতরাং অবশিষ্ট ২০০ বালকের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইল। যাহা হউক, ইহা বিশেষ প্রশংসার কথা যে, অর্থের অভাব জন্য কেহই বিদ্যালয় হইতে কতকগুলি ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে ঐ স্থানের অধিবাসিবৃন্দ অর্থ-সংগ্রহের সহজ উপায় সূর্ত্তি খেলার দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। কোম্পানীর উপনিবিষ্ট স্থানে তখন এই উপায়ে অর্থ-সগৃংহীত হইত। বড় বড় নয়টি

সওদাগরী আফিসের প্রতিনিধি সম্মিলিত হইয়া সূর্ত্তি খেলিবার এই প্রস্তাবটি পাকা করিয়া ফেলিলেন। এই সূর্ত্তির কথা বিজ্ঞাপিত হইল, এবং সরকারের নিকট হইতে এইরূপ অনুমতি লওয়া হইল যে, সূর্ত্তির লভ্যাংশ হইতে 'আশ্রমের' হিতার্থ ২০০০ প্যাগোডা গৃহীত হইবে।

দানের জন্য সূর্ত্তি খেলিবার কোন নজির ছিল না বলিয়া মাদ্রাজ সরকার এই ব্যাপার মঞ্জুর করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। উপনিবেশ স্থাপন, নগরের উন্নতি বিধান, বন্দর সংস্থাপন ও জাতীয় লাভ-জনক ব্যাপারেই কেবল সূর্ত্তি খেলা হইয়া থাকে, তাঁহারা এইরূপই জানিতেন। যাহা হউক বালক-বিদ্যালয়ে সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজের রাজপথ সংস্কারের প্রস্তাব উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া নজির না থাকার গোলযোগ এড়াইতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে রাজপথ ও বিদ্যালয়ের জন্য সূর্ত্তি খেলা প্রবর্ত্তিত ও বিশেষ সাফল্যলাভে সমর্থ হইল। য়ুরোপীয়, আর্ম্মেনীয়, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহাতে টাকা দিয়াছিলেন। ইহা এতই সুবিধা-জনক হইয়াছিল যে, উত্তর কালে যখন নানারূপ নিন্দা কুৎসার জন্য মাদ্রাজ সরকার সাধারণতঃ "সূর্ত্তি খেলা" বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন,—তখনও বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিদ্যালয় সম্পর্কিত সূর্ত্তি অব্যাহত রাখা হইয়াছিল।

তিনখানি বড় বড় খোলা ঘরে বালকগণ বসবাস এবং শিক্ষালাভ করিত ; এই ঘরগুলি কাঠের খুঁটির উপর, বাঁশ এবং টালি দিয়া ছাওয়া ছিল। এগ্‌মোর দুর্গ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে একশত ফিট ছিল।

বাড়ীর ভিতরের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং পশ্চিম দিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পরিদর্শকদিগের জন্য একটি সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। পশ্চিম দিকের প্রাচীর ঐ বাড়ীর অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল।

সূর্ত্তি খেলার দ্বারা অর্থসংগ্রহের পর হইতে স্কুলে আর অর্থের অভাব হয় নাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খৃষ্ঠাব্দের মধ্যে স্কুলের জন্য ১৪ লক্ষ প্যাগোডা সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

(চ) ডাক্তার বেলের প্রশংসনীয় কার্য্য

সাধারণতঃ যদিও এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইত তথাপি মেধাবী ছাত্রদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখান ভিন্ন উন্নততর শিক্ষাও প্রদান করা হইত। ডাক্তার বেলের উৎসাহের ফলেই যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার বেল ছাত্রদিগকে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার বুঝাইয়া দিতেন। রাজস্ব-বিভাগে কাজ করিলে

ছাত্রগণ রাজা ও প্রজার মধ্যে মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়া কাজ করিতে পারিবে, সেই জন্য কাপ্তেন রিড তাহাদিগকে রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য শিখাইতেন। এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়া সিংহলের শাসন-কর্ত্তা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সহকারির কার্য্য করিবার জন্য ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের শাসন-কর্ত্তার নিকট এই পুরুষ-বিদ্যালয়ের দুইটি ছাত্রকে পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাদিগের একজনকে মাসিক ৫০, অপরকে মাসিক ৪০ প্যাগোডা বেতন দিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে অসুস্থতা-নিবন্ধন ডাক্তার বেল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার অবসর গ্রহণে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সদা অবহিত একজন অভিভাবক শূন্য হইল। এই শিক্ষাবিদ্ স্কটলণ্ডের এডিনবরা সহরে স্কটলণ্ডের বিশপের অধীন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে "বেল অধ্যাপক" নামে একটি অধ্যাপকের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অধ্যাপকের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার জন্মস্থান সেণ্ট এণ্ড্রুজে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড (তদানীন্তন ১২ লক্ষ টাকা) দিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মার সম্মানের জন্য ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে (সমাধি-ক্ষেত্রে) যে প্রস্তর ফলক রক্ষিত

হইয়াছে,—তাহাতে যাহা খোদিত আছে, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"য়্যাণ্ড্রু বেল্ ডি, ডি ; এল্, এল্, ডি।

ইনি এই কলেজ-সম্পর্কিত চার্চ্চের বৃত্তিভোগী ছিলেন, ইনি মাদ্রাজে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রসিদ্ধ প্রবর্ত্তক। ইনি শিক্ষা বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য দ্বারা শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি আবিষ্কার এবং সফলতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতি নীতি এবং জ্ঞানের রাজ্যে ক্ষমতার সংবর্দ্ধনের ও শ্রম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ; ঐ পদ্ধতি জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতিরূপে দরিদ্র সন্তানদিগের শিক্ষার্থ সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে।"

(ছ) ডাক্তার বেলের স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তিগণ

ডাক্তার বেলকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মনোনীত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় ; তিনি মিঃ কর্ডিনারকে মনোনীত করেন। দাতব্য বিদ্যালয়ের ডিরেক্টারগণ কর্ডি-নারকে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বেতন এবং সরঞ্জাম খরচ বাবদ অতিরিক্ত আরও ১২০ পাউণ্ড দিতে চাহেন। যাহা হউক, কর্ডিনার মাত্র ১১ মাস এই স্কুলে ছিলেন, তাহার পর আর্ এইচ্ কার্ ঐ পদে বৃত হন। ইনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে কার্য্য করেন। ইনি লণ্ডনের জনৈক মিশনরী মিঃ লভলেস্‌কে তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

স্থানীয় বর্দ্ধনশীল য়ুরেশীয় সমাজ মধ্যে কার্‌সাহেব কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বালক-বালিকা সংগ্রহ করিতেন,তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য দলে দলে লইয়া আসিতেন এবং যাহাদের লেখা পড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন। কার্ অনেক হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন,—তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ছেলেদের পরিদর্শন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের উদ্দেশ্য ছাত্রগণকে নানা ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ গ্রহণ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছিল; কার্ এই ব্যবস্থার ফলে সন্তুষ্ট হন নাই, এবং তিনি বিদ্যালয়ের সহিত একটি কারবার-বিভাগ সংযুক্ত করিতে চাহেন। গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে তাঁহাকে কোনরূপ উৎসাহ না দেওয়াতেও তিনি নিজের অর্থে স্কুলের বাড়ীর মধ্যে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে যে কেবল বালকগণ শিক্ষালাভ করিত, তাহা নহে, পরন্তু ইহা হইতে স্কুলের আয়ও হইত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানার লাভ হইতে কার্ স্কুলে ১০০০ প্যাগোডা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ছাপাখানাই উত্তর কালে লরেন্স্ এসাইলাম প্রিন্টিং প্রেস নামে অভিহিত হয় এবং ইহা সরকারী কাগজ-পত্র ছাপিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া ঘটনাবলীর

অনুসরণ করিতে পারি না, সেই জন্য আমরা এই পুরুষ-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের ধারা আর অধিক দূর অঙ্কিত করিতে পারিলাম না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে কতকটা বিশদভাবে মাতৃ-পিতৃহীনা বালিকাদিগের আশ্রমের ও বালকদিগের আশ্রমের কথা বর্ণনা করিয়াছি; উহা পাঠ করিয়া পাঠক তদানীন্তনকালের কতকগুলি নিয়ম ও ব্যবস্থা জানিতে পারিবেন; অধিকন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার দিক্ হইতে ঐ অতীত ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, ইহা তাঁহাদের যে মনোমত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু অবস্থার প্রভাবে শিক্ষা-ব্যাপারের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে সকলও তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

তৃতীয় অংশ

প্রধানতঃ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টার ইতিহাস

(ক) সালিভান্ ও অন্যান্য লোক-শিক্ষক

খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতির ধর্ম্মপ্রচারক সোয়ার্জ্জ ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি শিক্ষা-সম্বন্ধীয়। আমরা এখন তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উপায়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ সরকারের তরফ হইতে মিঃ জন সালিভান্ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঞ্জোরের রাজদরবারে প্রতিনিধি ছিলেন,— ইনি সোয়ার্জ্জের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া শিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন প্রচলিত শিক্ষা-বিষয়ের একটি পরিবর্ত্তন সাধন করেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে বয়েল্, ফেল্ এবং প্রিডো দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীকে যে সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাতে কোম্পানীকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানে বাধ্য করিয়াছিল। ইংরাজদিগকে ইংরাজী ভাষায়, পর্ত্তুগীজদিগকে পর্ত্তুগীজ

ভাষায় এবং তামিল জাতিকে তামিল ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। সালিভান্ কিন্তু সকলের জন্যই ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন;—কারণ ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যে কেবল কোম্পানীর লোকের ও এদেশবাসির মনোভাবের আদানপ্রদান কার্য্য সম্ভব হইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহা হইলে উভয় পক্ষের সর্ববিধ কার্য্য সংসাধনেরও সুবিধা হইবে। ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে তাঁহার ছাত্রদিগের পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে, ইহা মনে করিয়া সোয়ার্জ্জ সালিভানের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড ম্যাকার্ট্নের ও আর্কটের নবাবের অনুমতি গ্রহণ ও আর্থিক সাহায্য আবশ্যক বলিয়া এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাঞ্জোরের রাজা, মারবার রাজ্যের রাজধানী রামনাদের নরপাল এবং শিবগঙ্গার জমিদারের নিকটও এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা এই ব্যবস্থার সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাক্রমে বার্ষিক ৪৮০, ৩০০ এবং ৩০০ প্যাগোডা বার্ষিক সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরে, রামনাদে এবং শিবগঙ্গায় তিনটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে আবেদন করিলে ডিরেক্টারগণ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পরিচালন বাবদ বার্ষিক ২৫০ প্যাগোডা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া-

ছিলেন এবং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজগণের নিকট হইতে আরও অধিক দান পাইবেন।

ট্রাঙ্কেবারের জনৈক মিশনরীর পুত্র মিঃ জে, সি, কোল্‌হফ্‌ তাঞ্জোর ইংরাজী বিদ্যালয়ের, মিঃ উইলিয়ম হুইট্‌লে রামনাদ স্কুলের, এবং ত্রিচিনপল্লীর রেভারেণ্ড সি, পোল্‌ শিবগঙ্গা বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদানের জন্যই এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামনাদের রাজা রামনাদ স্কুলে তাঁহার পুত্রকে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি অল্প দিন মাত্র ভাল ভাবে চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে যে সমস্ত ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সমিতি নিয়োগ করিবার এবং মিশনরীদিগের হস্ত হইতে বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থার ভার তুলিয়া লইবার জন্য ডিরেক্টারদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টারগণ এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই। প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই রামনাদের ও শিবগঙ্গা-বিদ্যালয়ের ভাগ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ভারতীয় রাজগণ আর অধিক দিন অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই অঞ্চল নবাবকে প্রদান করা হয়; নবাব আবার অত্যাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনুমান হয়

যে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পরে ঐ দুইটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়। যাহা হউক ঐ বৎসরেই কোম্বাকোনমের রাজার অনুমতিতে ও সহায়তায় সোয়ার্জ্জ ঐ স্থানে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের এবং তাঞ্জোরের বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী অর্থ সাহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল; পক্ষান্তরে অন্য যে দুইটি বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল না।

এই সকল বিদ্যালয় প্রধানতঃ মিশনরীদিগের দ্বারা পরিচালিত হইলেও প্রচ্ছন্নভাবে খৃষ্ট ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত না, অথবা ছাত্রদিগের মনে খৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কোন প্রকার কূট কৌশল অবলম্বিত হইত না; তবুও সোয়ার্জ্জ আশা করিয়াছিলেন যে পরোক্ষভাবে এই বিদ্যালয় ছাত্রদিগের মনে প্রভাব বিস্তার করিবে।

(খ) সিংহলে শিক্ষা—বিস্তারের প্রচেষ্টা

ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ডাক্তার প্রিডোর রিপোর্ট পাঠে আমরা জানিতে পারি যে প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দানের জন্য ওলন্দাজরা ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহলে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা

ভিন্ন উক্ত দ্বীপে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। আমরা পূর্ব্বে যে কর্ডিনারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাকে সিংহলের শাসনকর্ত্তা অনারেবল ফ্রেডরিক উত্তর কলম্বোর সামরিক ধর্ম্মযাজক (Chaplain) হইবার জন্য আমন্ত্রন করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে সিংহলের গবর্ণর কলম্বো সহরে তিনটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ করেন,—সম্ভ্রান্ত বংশজা সিংহলবাসীদিগের সন্তানসন্ততির জন্য একটি, মালাবারবাসীদিগের জন্য একটি এবং য়ুরোপীয়দিগের জন্য একটি। কর্ডিনার ঐ বিদ্যালয়গুলির অধ্যক্ষ ছিলেন। নিয়মানুসারে ছয় বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইত। প্রাচীন এবং আধুনিক সিংহলী ভাষার লিখন ও পঠন, ইংরাজী, মালাবার ও পর্ত্তুগীজ ভাষা, ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব, পাটিগণিত, কৃষিতত্ত্ব, নীতিধর্ম্ম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশ প্রচলিত দেওয়ানী বিধির মূল সূত্র ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ তিনটি বিদ্যালয় অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উন্নতি লাভ করিতে থাকে; বিশেষতঃ মিঃ আর্ম্মারের তত্ত্বাবধানে সিংহলী ও মালাবারী বিদ্যালয় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। যে সমস্ত ছাত্র এই তিনটি বিদ্যালয়ে বিশেষ মনীষার পরিচয় প্রদান করিবে, তাহাদের জন্য একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিকূলতায় ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সিংহল দ্বীপের রিগামকোর্টের অন্তর্গত কোট্টা নগরে আর একটি বিদ্যালয় ছিল; ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তারিখে কর্ডিনার ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে সর্ব্ব-সাকল্যে ১২৯টি ছাত্র এবং ৩২টি ছাত্রী ছিল। ছাত্রদিগের মধ্যে ২০ জন লিখিতে ও পড়িতে জানিত, ৩৫ জন বালুকার উপর লিখিতে জানিত, এবং ৭৪ জন অক্ষর চিনিতে-ছিল।

বালিকাদিগকে লিখিতে ও পড়িতে দেওয়া হইত না; কিন্তু তাহাদিগকে প্রার্থনা, ধর্ম্মের সারাংশ, এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ব পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল তত্ত্ব কথা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা বিবাহ করিবার অনুমতি পাইত না। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ সম্বন্ধে কর্ডিনার লিখিয়া গিয়াছেন যে পূর্ব্বোল্লিখিত বিদ্যালয় গুলি ভিন্ন কৃষ্ণ সহরে জনৈক ইংরাজের একটি স্কুল ছিল, তথায় নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়া খৃষ্টান ছাত্রগণ ভর্ত্তি হইতে পারিত।

এইরূপ প্রকাশ যে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতির ধর্ম্ম প্রচারকগণ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহির্ভাগে একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ট্রাঙ্কেবারে এবং উহার সন্নিহিত কয়েকটি স্থানেও কয়েকটি দাতব্য বিদ্যালয় ছিল।

(গ) শিক্ষাকার্য্যে গ্রাণ্ডলার।

১৭১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে জিগেন্ বাল্গের জনৈক সহচর ও সহায়ক মিঃ জে, ই, গ্রাণ্ডলার খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিনী সমিতির সেক্রেটারী মিঃ এচ নিউম্যানকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি মাদ্রাজে অথবা জেবনাপত্তনে (ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড) একটি দাতব্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের এবং ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের গভর্ণরদ্বয়ের নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছিল,—এবং উভয় স্থানেই সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্যারম্ভও হইয়াছিল। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গবর্ণরের নিকট যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

(১) এই স্থানের য়ুরোপীয় অধিবাসিগণের অধীনস্থ দাসদিগের অনেক সন্তান আছে; তাহাদিগকে কোনরূপ যত্ন করা এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেওয়া হয় না,—সেই জন্য বিনীত ভাবে এইরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতেছে যে, এখানে একটি দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া সেই বিদ্যালয়ে ঐ সকল দরিদ্র বালক বালিকাকে পর্ত্তুগীজ ভাষা (উহারা কেবল মাত্র ঐ ভাষা বুঝে) লিখিতে ও পড়িতে এবং বাইবেলের প্রকৃত ধর্ম্ম-মত ও কার্য্যোপযোগী খৃষ্ট ধর্ম্ম শিখান হইবে।

এস্, পি, জি, মিশন্ স্কুল, কুডালোর, মান্দ্রাজ।

[From Rev. Frank Penny's *Church in Madras*, vol.i.]

(২) স্থানীয় দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও খৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচারিত করা যাইতে পারে—এইরূপ আশা করিবার কতকগুলি কারণ আছে, সেই জন্য ইহাও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, দরিদ্র সন্তানদিগকে লিখিতে, পড়িতে এবং মালাবারী (অর্থাৎ তামিল) প্রথায় হিসাব রাখিতে শিখাইবার জন্য মাদ্রাজের কৃষ্ণ সহরের কোন সুবিধাজনক স্থানে একটি মালাবর (অর্থাৎ তামিল) দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

(৩) মান্যবর গভর্ণর ও কাউন্সিলের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বে উল্লিখিত দুইটি বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হউক—তাঁহাদের অনুমতি ও অনুমোদন ভিন্ন ঐ বিদ্যালয় দুইটি সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না।

(৪) উল্লিখিত বিদ্যালয় দুইটির বর্ত্তমান তত্ত্বাবধান ভার আপাততঃ মান্যবর গবর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুইজন বা ততোধিক ট্রাষ্টীর হস্তে সমর্পণ করা হউক।

(৫) ইংরাজাধ্যুষিত নগরে পর্ত্তুগীজ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এবং কৃষ্ণ সহরে মালাবর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দুইটি বাড়ী প্রস্তুত বা ক্রয় করিবার জন্য ট্রাষ্টীদিগকে অধিকার প্রদান করুন।

(৬) এই দুইটি বা উহাদের মধ্যে যে কোন একটি বিদ্যালয়ের পরিপোষণ করিবার জন্য বদান্য ব্যক্তি-

গণ যে অর্থাদি দান বা উইল করিয়া দিয়া যাইবেন—ট্রাষ্টীরা ঐ জন্য রক্ষিত একখানি বিশেষ খাতায় সেই সকল হিসাব যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) ট্রাষ্টীদিগের হস্তে এইরূপ ক্ষমতা যেন প্রদত্ত হয় যে, প্রস্তাবিত দুইটী বিদ্যালয় সুপরিচালিত করিবার জন্য আবশ্যক মত তাঁহারা বিশেষ আদেশ প্রদান ও নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তবে ঐ সকল নিয়ম ও ব্যবস্থা মান্যবর গভর্ণর ও কাউন্সিলের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের ডেপুটী গবর্ণর ও কাউন্সিলের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা ও উপরি-উক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ। ১৭১৭ খৃস্টাব্দে গবর্ণর ডিরেক্টারদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, কুডলোরের (ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বহি:স্থিত একটী নগর) বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক তামিল এবং আর একজন পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরও লিখিয়াছিলে—"মিঃ গ্রাণ্ডলারের মাদ্রাজে আগমনের পর আমরা তাঁহাকে মাদ্রাজের ই রাজ পল্লীতে একটি পর্ত্তুগীজ বিদ্যালয় এবং দেশীয় পল্লীতে একটি মলাবার বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছি।"

ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সহিত সেণ্ট মেরির দাতব্য বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার এত অধিক সাদৃশ্য

ছিল যে, উক্ত দাতব্য বিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা রচনার সময় মিঃ ষ্টিভেন্সন্ নিশ্চয়ই মিঃ গ্রাগুলারের সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) গ্রাগুলার ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষাবিদ্

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে জিগেনবাল্গের এবং ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গ্রাগুলারের মৃত্যু হয়; তৎপরে মিশনরীদিগের বিদ্যালয়ের অত্যন্ত মন্দ সময় পড়িয়াছিল। ষ্টিভেন্সন্ বিলাতে চলিয়া গেলেন, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের ধর্ম্মযাজক, চার্লস লং বিদ্যালয়ের বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ফলে ঐ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িল; ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রাগুলারের পদে প্রতিষ্ঠিত শুল্জ্ ঐ বিদ্যালয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গবর্ণরের অনুমতি গ্রহণ করেন।

খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়, সেই জন্য ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞান-বিস্তারিণী সমিতি মাদ্রাজে একটি বালকদিগের জন্য এবং একটি বালিকাদিগের জন্য,—এই দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ডিরেক্টারদিগের অনুমতি লইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে দিনেমার মিশনরীদিগের বিশেষ আন্তরিকতা ছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও তাঁহারা

ট্রাঙ্কেবারে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরাজদিগের অধ্যুষিত স্থানসমূহে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে সচেষ্ট হইবেন, তখনই তাঁহাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন বলিয়া ডিরেক্টারগণ *প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মিশনরীরা ঐ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ব্রতী হইয়াছিলেন;* তাঁহাদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গেরিক, সরকারের নিকট যে সুখ্যাতি-পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন,—তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন ও সৎসাহিত্যের প্রচার দ্বারা দিনেমার মিশনরীগণ, ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে গিসলার এবং কিয়ারনাণ্ডার নামক দুই ব্যক্তি ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিডে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে য়ুরেশীয় এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের জন্য দাতব্য বিদ্যালয়সকল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে সময় কাউণ্ট ল্যালি ও তাঁহার সৈন্যদল ঐ নগর অবরোধ করায় উদ্যান বাটিকা ও দুর্গের মধ্যস্থিত এই বিদ্যালয়ের ভজনাগারে অনেক দেশীয় খৃষ্টান আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু এই সকল আশ্রয়গ্রহণকারীদিগকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং ভজনাগারটিকে ধ্বংস করা হইয়াছিল। ফরাসীরা বিপুলভাবে ধ্বংস-কার্য্য চালাইয়াছিল; কাজেই যখন আর

কুটের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্য ঐ স্থান হইতে ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তখন মিশনরীদিগের গীর্জ্জা ও স্কুল কিছুই ছিল না, তাই তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হাটেমান ও গেরিক নামক দুই ব্যক্তি কুডালোরের ইংরাজী বিদ্যালয়টি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যে পর্ত্তুগীজ ও তামিল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দুইটির সহিত ইংরাজী বিদ্যালয়টি পরিচালিত করিতে থাকেন। ইংরাজ বিদ্যালয়ে ত্রিশটি য়ুরোপীয় এবং বৃটিশ য়ুরেশীয় ছাত্র ছিল, দুইজন বৃদ্ধ সৈনিক তাহাদিগের অধ্যাপনা করিতেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বশ্রেণীর কল্যাণ সাধন করিয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হাটেমান পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যালয়গুলির দুর্দ্দশা ঘটে। যে দুইজন শিক্ষক শিক্ষা-কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সার্জ্জেণ্ট জর্জ্জ এবং সার্জ্জেণ্ট কনরুকে তিনি তাঁহার উইলে কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উইলের এক অংশে এইরূপ লিখিত ছিল,—"বিচ্ছিন্ন রজ্জু শক্তিহীন, এই বুঝিয়া যদি মহামান্য সমিতি কুডালোরের এবং ভেপারীর মিশন সম্মিলিত করিতে সম্মতি প্রদান করেন, এবং এই স্থানের সমস্ত গৃহ, উদ্যান এবং দেবী-কোটার জমি এক করিয়া উহা একটি কলেজ পোষণে বিনিযুক্ত করেন, এবং যদি তাহাতে সপ্তাহে চারি ঘণ্টা

কাল ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হয়, তাহা হইলে আমি ঐরূপ বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০ প্যাগোডা দান করিতেছি। কিন্তু যদি এই প্রস্তাব তাহাদের অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে ঐ টাকা আমার সম্পত্তির অন্তর্গত থাকিবে"। যাহা হউক, ইহার অল্পদিন পরেই হাইদার আলি ও ফরাসীরা কুডালোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিক দিন ঐ স্থান আপনাদের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই, কারণ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দেই তাঁহারা ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময় বিদ্যালয়ের বাড়ীটি বিধ্বস্ত হয় নাই।

ভেপারী গ্রামে য়ুরেশীয় এবং ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল বিদ্যালয়ে পিতৃ-মাতৃহীন য়ুরেশীয় বালিকাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। মিশনরীগণ কর্ত্তৃক ঐ বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফেব্রিসিয়াস্ নামক জনৈক মিশনরীর হস্তে উহাদের পরিচালন ভার ন্যস্ত ছিল। নেগাপত্তন সহরে একটি দাতব্য বিদ্যালয় ছিল,—ডোমিঙ্গো ডি রোজারিও উহার শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুকালে গেরিক এই বিদ্যালয়ে ও ইহার শিক্ষকের জন্য উইল করিয়া কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্কুলে মাসিক ৪০ প্যাগোডা বৃত্তি দিতেন, কিন্তু ইহা হইতে বিদ্যালয়ের

ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। সেই জন্য উহার আয় বর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে এই উইলসূত্রে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। তেপারীর বিদ্যালয়গুলির জন্যও গেরিক ঐইরূপ দান করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মিঃ রিচার্ড কোবের উদ্যোগে বোম্বাই নগরে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি একটি ধর্ম্ম বক্তৃতা করেন, তাহার পরই কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত অর্থে যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার নাম হইয়াছিল "চ্যারিটি স্কুল" বা দাতব্য বিদ্যালয়; এবং উত্তরকালে যে বিদ্যালয় বৈকাল্লায় "এডুকেশন সোসাইটী স্কুল" নামে পরিচিত হইয়াছিল, এই বিদ্যালয়ই তাহার মূল। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বালকদিগের শিক্ষা দেওয়াই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য। ইহা দুর্গের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ খানেই ছিল, তৎপরে সরকারের আদেশে উহা বৈকাল্লার বর্ত্তমান বাটিতে নীত হয়। ১৭৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যালয় গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফর্ব্বেস তাঁহার "ওরিয়েণ্টাল মেময়ার" নামক গ্রন্থে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বালকদিগকে শিক্ষাদানার্থ তথায় একটি দাতব্য বিদ্যালয়ও ছিল এবং ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ একটি ধনভাণ্ডার ছিল। রেভারেণ্ড মিঃ কোব খুব সম্ভবতঃ

এই বদান্যতার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতেন, (বোম্বাই কোয়াটারলি রিভিউ পত্রের জনৈক লেখক বলিয়াছেন) যদি প্রতিকূল অবস্থা তাঁহার হিতকর কর্ম্ম-জীবনে বাধা না দিত এবং বিরক্তির সহিত তাঁহাকে ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে না হইত। সরকার তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, ইহাই উপরি উক্ত প্রতিকূল অবস্থা।

বোধ হয়, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরেই চৌলে জেসুইট্‌দিগের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে তিন শতের অধিক ছাত্র পড়িত। এই বিদ্যালয়ে লাটিন, তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্মবিজ্ঞান, পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ, ও সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত।

সেই সময়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আরও কয়েকটি কলেজ ছিল। টমাস্ ষ্টিভেন্স্ নামক এক ব্যক্তি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে উপনীত হন, তিনি গোয়ার সাল্‌সেট্ প্রদেশে প্রথমে মার্গাওর জেসুইট কলেজের এবং পরে রচোল নগরের কলেজের রেক্টর বা তত্ত্বাবধারক ছিলেন।

সাল্‌সেটের অন্তর্গত ব্যাণ্ডোরাতেও কলেজ অব্ সেণ্ট য়্যানি নামে আর একটি জেসুইট কলেজ ছিল। উহা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনপেসারেও একটি কলেজ ছিল, উহার দ্বারের উপরে প্রস্তর ফলকে

খোদিত ছিল যে, পর্ত্তুগালের তৃতীয় ইন্‌ফ্যাণ্ট ডম জনের (রাজা ডম জাও ৪র্থ) আদেশে এই কলেজ ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে (১৬৪৩?) নির্ম্মিত।" এই লিপির উপর পর্ত্তুগীজ রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

বেসিনে দুইটি কলেজ ছিল—একটি জেসুইটদিগের এবং অপরটি ফ্রান্সিস্কানদিগের। কোন্ সময় এই কলেজ দুইটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু তন্মধ্যে একটি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়; এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রাইয়ার ঐ দুইটি কলেজই পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে আরও একটি পর্ত্তুগীজ য়ুরেশীয় স্কুল ছিল, পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে যে মিঃ কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি দুই বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পরিদর্শক ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা উচিত যে, মিঃ কার মাদ্রাজের কৃষ্ণ সহরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মিঃ বেসিল ক্রেনের সহায়তায় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভেলোরের য়ুরোপীয়দিগের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রিসাস তথায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে

কয়েক বৎসর ধরিয়া মি: উইলিয়ম হার্কোর্ট টোরিয়ানো দেশীয় খৃষ্টানদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন।

ফ্রা পাওলিনো ডা সান বার্টোলোমিওর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি য়ুরোপীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির বিবরণী শেষ করিব। ইনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারীতে আসিয়াছিলেন ও ত্রয়োদশ বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। পণ্ডিচারীর ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরপট্নমে (বীর নগরে) তিনি একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মুসে মেথন নামক জনৈক মিশনরী ইহার স্থাপনকর্ত্তা ও রেক্‌টর (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সম্বন্ধে পাওলিনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করাই সমীচীন।

"স্কুল গৃহটি একটি তাল গাছের উদ্যান মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিল, ইহা অনেকটা কনভেণ্ট বা খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদিগের মঠের অনুরূপ বটে, কিন্তু ইহা মঠ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরভাবে বিভক্ত ছিল। ইহা এরূপ সুন্দর উপায়ে রচিত ছিল যে ভারতীয় অন্তেবাসীদিগের অধ্যয়নের, ব্যায়ামের এবং অন্য প্রকার পরিশ্রমের অনুষ্ঠানে কোনরূপ বাধা হইত না। তিনটি পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে তিন জন শিক্ষক থাকিতেন। ঐ প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে নিম্নতলে একটি

প্রকাণ্ড দালান ছিল ; দালানের ভিতর পরস্পর সংলগ্ন দুই সারি ছোট ছোট ঘর ছিল ; ঘরগুলি তিন চারি বিঘৎ উচ্চ তক্তার দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া প্রত্যেক ছাত্র নিজের এক একটি স্বতন্ত্র ঘর পাইত এবং শিক্ষকও এক সঙ্গে সকল ছাত্রকে দেখিতে পারিতেন। শিক্ষক একটি ডেস্কের কাছে বসিয়া পাঠ পড়েন এবং যখন অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই অন্য ঘরে কে কি করিতেছে, তাহা দেখিতে পান। ছাত্রগণ ঐ সকল ঘরে কেবল পাঠাভ্যাস করিত না,—রাত্রে নিদ্রাও যাইত। একটি টেবিলের উপর মাদুর পাতা থাকিত, তাহাই ছাত্রের শয্যা। আর একটি টেবিল ঝুলান থাকিত, উহা ইচ্ছামত অপর টেবিলটির উপরে তুলিতে বা নিম্নে নামাইতে পারা যাইত। যদি কোন ছাত্র লিখিতে ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে তাহার ঘর ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন হইত না, সে টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে পারিত। বাহিরে যাইবার সময় ছাত্রকে টেবিলটি সরাইয়া ভাঁজ করিয়া রাখিতে হইত। ছাত্রের পুস্তক, কাগজ, কলম, দোয়াত, পাঠশালায় পরিধেয় দীর্ঘ পরিচ্ছদ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার পক্ষে আবশ্যক দ্রব্যাদি, শয্যার উপরে যে আর একটি টেবিল ঝুলান থাকে তাহাতে রক্ষিত হইত। দালানের দ্বার দুইটি পরস্পর সম্মুখীন ছিল এবং নির্ম্মল

বায়ু প্রবেশের জন্য সর্ব্বদাই খোলা থাকিত। কিন্তু শিক্ষকের অলক্ষ্যে কেহই বাহিরে যাইতে পারিত না, ছাত্রগণ কি করিতেছে শিক্ষক সে দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন।

রেক্টর বা তত্ত্বাবধায়ক এই বাড়ীর অন্য অংশে অবস্থিতি করিতেন। ভোজনের সময়ে রেক্‌টরীতে গিয়া পড়িবার নিয়ম ছিল। বাটীর বহির্দ্দেশে দর্জ্জি, মুচী ও ছুতারের দোকান, ছাপাখানা, রুটি প্রস্তুতের চুল্লী ছিল, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই সকল দোকান প্রভৃতিতে কাজ করিত। কারণ প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন ব্যবসায় শিখিতে হইত। ছাত্রগণ সকলে খালি পায়ে থাকিত। উদ্যানে যে সমস্ত ছোট ছোট তাল গাছের চারা রোপণ করা হইত, সে গুলিকে জল দেওয়া এবং যত্ন করা ছাত্রদিগের একটি কাজ ছিল। তাহাদের সময় এইরূপভাবে বিভক্ত করা ছিল যে, তাহারা প্রতিদিন চারি ঘণ্টা অধ্যয়ন, এক ঘণ্টা কায়িক শ্রমের কার্য্য এবং অবশিষ্ট সময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা, গীত, ও তত্ত্ব চিন্তা করিত। সপ্তাহে দুই দিন মাত্র তাহারা মাতৃ-ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতে পারিত, কিন্তু অন্য দিনে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই লাটিন ভাষাতেই কথা কহিতে হইত। মুসে মেথন আমাকে পোপ ষষ্ঠ পিয়াসের একখানি প্রশংসা পত্র দেখাইয়াছিলেন, ঐ পত্রখানি বিদ্যালয়ের জন্যই লিখিত,—উহাতে তিনি উক্ত

বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রশংসাই করিয়াছিলেন। কেবল চীন, কোচিন—চায়েনা, টঙ্কুইন এবং শ্যাম দেশের যুবক-গণের শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। (১)

পাওলিনো দক্ষিণ ভারতে য়ুরোপীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই; কিন্তু তিনি এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন যে, জনৈক মালয়ালা (মালাবার) মিশনরীকে অন্যান্য কাজের সহিত ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিতে হইত।

(১) ফ্রা পাওলিনো ডা সান বার্টোলোমিওর "ভয়েজ টু ইষ্ট ইণ্ডিজ গ্রন্থের ১৮—২১পৃষ্ঠা। হিয়ারোনিমাসের (১৫৭০) একখানি পত্রে লিখিত আছে যে, কোচিনে দুইটি গ্রামার স্কুল (ব্যাকরণের) ছিল; ঐ দুইটি স্কুলে ২৬০ জন ছাত্র ছিল। পূর্ব্বকালের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রচেষ্টা বিষয়ে রবার্ট ডি নোবিলি, জন ডি ব্রিটো, বেশ্চি, আর্ণল্ড এবং কালমেট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা মাদুরা, ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন।

(হাণ্টারের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ ভাগ এবং ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) দক্ষিণভারতে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পুস্তকাগার

ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে এবং ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে সরকারী পুস্তকাগার ছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারের অস্তিত্ব ছিল না; ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের তথাকার ধর্ম্মযাজক মিঃ হোয়াইটফিল্ড একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। হোয়াইটফিল্ডকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বেশী কাজ করিতে হইত না। তিনি একাকী ঐ দুর্গে থাকিতেন, তাঁহার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, সেই জন্য তিনি পুস্তকের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন। দুর্গে একটি পুস্তকাগারের নিতান্ত প্রয়োজন এই কথা তিনি স্থানীয় সওদাগর ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষদিগের গোচর করেন। সওদাগরগণ এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই টাকায় এক গাঁইট ক্যালিকো কাপড় ক্রয় করেন। তাঁহারা ১৬৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জাহাজে করিয়া ঐ গাঁইটটি বিক্রয়ার্থ লণ্ডনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লণ্ডনে কোম্পানীর গবর্ণর উহা বিক্রয় করিবেন এবং সেই বিক্রয় লব্ধ অর্থে তাঁহাদের প্রেরিত তালিকানুযায়ী পুস্তক খরিদ করিয়া পাঠাইবেন

এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই ক্যালিকো কাপড়ের গাঁইটটি ৮৫ পাউণ্ড মূল্যে বিকাইয়া ছিল; তন্মধ্য হইতে ২৩৷৷০টি স্বুবর্ণ-মুদ্রা হোয়াইটফিল্ডকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং অবশিষ্ট অর্থে পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া এক বৎসর পরে ২০ পাউণ্ড বা ২০০ টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করেন এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পাদ্রিদিগের ব্যবহারার্থ সেগুলি উক্ত ফোর্টে রাখিয়া দিবার আদেশ করেন। এই উপহার পুস্তকগুলি লইয়াই ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারের পত্তন হয়।

ডিরেক্টারগণ মধ্যে মধ্যে কোম্পানীর পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। ধর্ম্মযাজক মিঃ টমাস বিলের কয়েকখানি পুস্তকের আবশ্যক হইলে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ সেই বইগুলি ক্রয় করিবার জন্য ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ৫ পাউণ্ড বা ৫০ টাকা মঞ্জুর করেন, এবং ঐ সকল ক্রীত পুস্তক ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারে রাখিবার কথা বলেন। অনুমিত হয় যে, ঐ অর্থ দিয়া "কর্ণেলিয়াস আলাপীডের গ্রন্থাবলী ক্রয় করা হইয়াছিল। অল্পদিন পরেই ডিরেক্টারগণ উক্ত পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক ক্রয়ার্থ ৩০ পাউণ্ড বা ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে নূতন ধর্ম্মযাজক মিঃ পোর্টম্যান পুস্তকালয়ের জন্য আর কতকগুলি গ্রন্থ চাহিয়া পাঠান,

কর্তৃপক্ষগণ ঐ পুস্তকগুলি প্রদান করিয়াছিলেন এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গবর্ণরকে সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"মিঃ পোর্টম্যান যে যে পুস্তক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন,—এতৎসহ তাহার তালিকা (Catalogue) প্রেরিত হইল ; এই পুস্তকগুলি আমরা আমাদের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্যই পাঠাইলাম। কিন্তু আমরা কোন ধর্ম্মযাজককে পাঠাইলেই তিনি কতকগুলি নূতন পুস্তক চাহেন বলিয়া এবং আমাদের পুস্তকাগারে যে সমস্ত পুস্তক আছে, সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা আমাদের নিকট নাই বলিয়া আমরা আদেশ করিতেছি যে, মছলিপটমে এবং 'বে'তে আপনার নিকট আমাদের যে সমস্ত পুস্তক আছে, —এই জাহাজগুলি ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন।"

১৬৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও মছলিপটমে একটি পুস্তকালয় ছিল। ঐ বৎসর স্থানীয় চ্যাপলেন মিঃ হুকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ মছলিপটম পুস্তকালয়ের জন্য লওয়া হইয়াছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকাগারে মোট ৭৩ খানি পুস্তক ছিল,—তাহাদের মধ্যে কয়েক খানি ব্যতীত আর সমস্তই ধর্ম্ম পুস্তক।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টারগণ কয়েক প্রস্ত পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন কারখানার পুস্তকাগারের জন্য ঐগুলি প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা

লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "ইদানীং দুইখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ চলিত আছে,—একখানি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক, এবং অপরখানি পোপের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিত ; আমরা এক-খানি পুস্তকের দশ কপি এবং আর একখানির চারি কপি পাঠান আবশ্যক মনে করিলাম।"

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের উপনিবিষ্ট স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত তিন শত প্রার্থনা পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টারগণ এই ক্ষেত্রে একটি ভুল করিয়াছিলেন ; ঐ পুস্তকগুলি বিশুদ্ধ পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত ছিল ; কিন্তু এখানকার জনসাধারণ যে পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথোপকথন করিত তাহা বিশুদ্ধ পর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা যখন ঐ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা ঐ গ্রন্থগুলি ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গীর্জ্জার পুস্তকাগারে রাখিতে এবং যে সকল পর্ত্তুগীজ ঐ ভাষা বুঝেন ভবিষ্যতে কেবল তাঁহাদিগকে উহা পড়িতে দিতে আদেশ করিলেন। পুস্তকালয় হইতে লোককে পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়া যাইতে দেওয়া হইত ; এই সকল পুস্তক গ্রহণকারীর নামের একটি তালিকা রক্ষিত হইত। পুস্তক ফেরত চাওয়া সত্ত্বেও ফেরত না দিলে পুস্তকের জন্য এক প্যাগোডা অর্থদণ্ড হইত।

কোম্পানীর অধিকৃত স্থান সমূহের মধ্যে ফোর্ট সেণ্ট

ডেভিড অনেকটা আধুনিক অধিকার; ইহা অধিকৃত হইবার কয়েক বৎসর পরেই তথায় একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিঃ লাউডন নূতন কোম্পানীর দুর্গস্থিত ধর্ম্ম-যাজক হইয়াছিলেন, তিনি ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যান কিন্তু তিনি নিজ সংগৃহীত পুস্তকগুলি সঙ্গে লইয়া যান নাই। সম্ভবতঃ কোম্পানী সেগুলি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন; এই পুস্তকগুলি হইতেই ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের পুস্তকাগারের অঙ্কুরোদ্গম হয়।

এই সময় ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। লকিয়ার নামক জনৈক পর্য্যটক, ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ দর্শন করিতে গমন করেন,—তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে উক্ত পুস্তকাগারে ৪৩৮ পাউণ্ড ৬ শিলিং মূল্যের ধর্ম্ম পুস্তক ছিল।

লকিয়ারের গ্রন্থই, এই পুস্তকাগারের দিকে ডিরেক্টার-দিগের মনোযোগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা ধারে ধারে বর্দ্ধিত হইয়া ষাট বৎসরে একটি সন্তোষজনক পুস্তকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। আনুমাণিক ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা দুর্গস্থিত উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে নিম্ন লিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকা-গার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য, কারণ ইহাতে

যে কেবল অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু ইহাতে অনেকগুলি সুনির্ব্বাচিত এবং মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে,—জন ডলবেন ও মাষ্টার রিচার্ড ইলিয়ট এবং আরও কয়েকজন তাঁহাদের সংগৃহীত পুস্তক ঐ পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছেন (সেগুলির সংখ্যাও অনেক) ; ইহা ভিন্ন খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতির নিকট হইতে সম্প্রতি অনেক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমরা আমাদের সভাপতি এবং ধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তে এই পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধান ভার দিতে ইচ্ছা করি। আমরা আমাদিগের ধর্ম্ম-যাজকদিগকে ঐ পুস্তকগুলি বিভিন্ন-শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছি ; তালিকাটি পুস্তকাগারেই রক্ষিত হইবে, তবে উহার একটি নকল আমাদের সভা-পতিকে দিতে হইবে ও আর একটি নকল আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। আমরা আমাদের প্রেসিডেণ্টকে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি যেন আমাদের দুইজন কর্ম্মচারীকে আমাদের ধর্ম্ম-যাজকদিগের সহিত তালিকার সহিত পুস্তকগুলি প্রতি বৎসর একবার করিয়া মিলাইবার আদেশ করেন ; অর্থাৎ যজমান সভার অধিবেশন হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই যেন ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা হয় ; এবং যজমান সভায় যেন তাঁহাদের বিবরণী দাখিল করা হয়। পুস্তকাদিতে আমাদের ছাপ (Stamp)

দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ঠিক সময়েই এই আদেশ আসিয়াছিল, কারণ ইহার মধ্যেই ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের পুস্তকাগারের অনেকগুলি পুস্তক অযত্নের ফলে হারাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারের পুস্তকগুলিও ঐরূপে হারাইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টারদিগের নিকট পুস্তকের তালিকা পাঠান হইলে, তাঁহারা প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহারা পুনরায় ভাল করিয়া একখানি তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে এই আদেশ অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই, এই জন্য ডিরেক্টারগণ ফোর্টের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটু রাগান্বিতভাবে চিঠি লিখিয়াছিলেন। তথাপি ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পুস্তকাগারের পুস্তকগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই। ঐ বর্ষে নূতন ধর্ম্মযাজক মিঃ টমাস ওয়েণ্ডে তাহাদের পুস্তকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিল। এই কার্য্যের জন্য গবর্ণর ও কৌন্সিল অবিলম্বে তাঁহাকে পাল্কি ভাড়ার বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

ইংরাজ উপনিবেশের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুরোধে ডিরেক্টারগণ পুস্তকাগারের নিমিত্ত অথবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে কিংবা সাধারণ পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করাইবার জন্য পুস্তক পাঠাইতেন। কখন কখন

তাঁহারা বিনা ভাড়ায় তাঁহাদের জাহাজে পুস্তক লইয়া আসিতে দিতেন; এই অনুগ্রহের জন্য মিশনরীদিগের এদেশে পুস্তক আনাইবার সুবিধা ছিল। একটা উদাহরণ দিতেছি।—১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা জিগেনবাল্গকে তাঁহার সঙ্গে বিনা মাশুলে পুস্তক আনিতে দিয়াছিলেন, এবং ইহার দুই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে পুনরায় সেই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৭২৬ হইতে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের বিভিন্ন তারিকযুক্ত কয়েকখানি চিঠি পড়িলে প্রতীয়মান হয় যে, ডিরেক্টারগণ ঐ সময়ের মধ্যে খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতির মিশনরীদিগের প্রতিও ঐরূপ অনুকম্পা ও সহ-যোগিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এই বিষয়ে ডিরেক্টারদিগের ঔদাসীন্যের অভিযোগও উপস্থিত হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রিরা অভিযোগ করেন যে, চারি বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম পুস্তক ও অন্যবিধ পুস্তক আমদানি সম্বন্ধে ডিরেক্টারগণ কোন প্রকার মনোযোগই প্রদান করেন নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের জন্য পুনরায় ডিরেক্টারদিগের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। উহাতে লেখা হইয়াছিল যে ভেলোর, বিজাগাপত্তন, এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের সৈনিকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে শেষ চালানের পুস্তক বহু দিন পূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে এবং তখনও ওয়ালাজাবাদ, আর্কট প্রভৃতি স্থানে পুস্তকের বিশেষ আবশ্যক। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সাত বৎসর

কাল সেণ্ট মেরির গীর্জ্জার অধীন জনপদ কোন পুস্তক পায় নাই ; অবশেষে ঐ বৎসরে ডিরেক্টারগণ তথায় এক চালান পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন। আবার দুই বৎসরের জন্য উক্ত প্যারিসের চ্যাপলেনদিগকে এই বিষয়ে নিরাশ হইতে হইয়াছিল; সেই জন্য নানা দিক্ হইতে পুস্তকের দরুণ যে সমস্ত আবেদন উপস্থিত হইয়াছিল, চ্যাপলেনগণ তাহা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বহুদিন পরে উইণ্টর্টন নামক জাহাজে যে পুস্তক আসিতেছিল, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর নূতন পুস্তকের চালান পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ সচরাচর যেরূপ পুস্তক পাঠাইতেন, তাহার দ্বিগুণ পুস্তক পাঠাইয়া ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে চ্যাপলেনদিগের পুস্তকের জন্য লিখিতে হইয়াছিল,—সেই লেখার পরবৎসরই এক চালান পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

আর্থিক অনাটন বশতঃ যে ডিরেক্টারদিগকে এই বিষয়ে অনুদার হইতে হইয়াছিল, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। টিপু স্থলতানের পরাজয়ের পর এই আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হইলেই তাঁহাদের পূর্ব্ব উদারতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন হইতে সময়ে সময়ে কঠোর মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রেরণের যেরূপ

কার্পণ্য দেখা গিয়াছিল, সেরূপ কার্পণ্য আর কখন দেখা যায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দে ও তৎপূর্ব্বে ডিরেক্টারগণ ভারতীয় ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে দফে দফে যে সমস্ত চালান দিয়াছিলেন, সে সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া কঠিন; কারণ উহা স্তূপীকৃত পুরাতন চিঠি, রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজ পত্রে চাপা পড়িয়াছে। সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া না খুঁজিলে তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। যাহা হউক, উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা হইতে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ডিরেক্টারগণ যে এ বিষয়ে অনুদার ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

(খ) বাঙ্গালায় প্রাচীন য়ুরোপীয় পুস্তকাগার

১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে একটি পুস্তকাগার ছিল বলিয়াই অনুমিত হয় ও কথিত আছে যে, বঙ্গোপসাগরতীরস্থ ধর্ম্মযাজক বেঞ্জামিন য়্যাডাম্‌স্‌ ঐ বৎসর ১৬ই জুন তারিখে কলিকাতায় আসিয়াই ঐ পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কলিকাতায় একটি ভ্রাম্যৎ পুস্তকালয় (অর্থাৎ সে পুস্তকাগারকে একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে না রাখিয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন

অংশে ঘুরান হয়) স্থাপিত করেন। ভারতে এই প্রকার পুস্তকাগার এই প্রথম। ১৭১৪ এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতির পরিচালকবর্গ বিয়ার ক্লিফের নিকট কয়েক পুলিন্দা পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কোম্পানী বিনা ভাড়ায় ঐ পুস্তকগুলি তাঁহাদের জাহাজে লইয়া যাইতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) ললিত-লিখন মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্যা-বিস্তারের উপায় স্বরূপ

ত্বরায় ও সুলভে গ্রন্থের সংখ্যা সংবর্দ্ধনের সহিত শিক্ষার উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মুসলমানদিগের আমলে পুস্তক নকল করিবার জন্য সুদক্ষ লেখক বা নকল-নবিশ নিযুক্ত করা রীতি ছিল। মুসলমান শাসকদিগের পুস্তকাগারে এইরূপ অনেক অভিজ্ঞ লেখক নিযুক্ত থাকিতেন; কার্য্যের হিসাবে তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইত। হস্তলিপির উৎকর্ষ ও নিপুণতা অনুসারে তাঁহাদিগকে উপাধি দেওয়া হইত। (১)

(খ) মুদ্রাযন্ত্র—য়ুরোপীয়েরা ইহা প্রচলন করিয়াছিল বলিয়া ভারতবাসী বিলম্বে গ্রহণ করিয়াছিল

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দক্ষিণ ভারতের য়ুরোপীয় উপনিবেশসমূহে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশের লোক ইহা গ্রহণ করে নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ ভারতবাসীদিগের স্থিতিশীলতা (অর্থাৎ পুরাতনের

---

(১) জেরিণ রকম্ [সুবর্ণ লেখক], শিরিণ রকম্ [মধুর লেখক], রৌশন রকম্ [উজ্জ্বল লেখক], মস্কিন রকম্ [সৌরভযুক্ত লেখক] প্রভৃতি উপাধি নকল-নবিশগণকে প্রদত্ত হইত।

প্রতি অত্যধিক টান)। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ওভিংটন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ; মুদ্রাযন্ত্রের এত সুবিধা বর্ত্তমান থাকিতেও ভারতবাসীরা কেন উহা ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণ করে নাই, তৎসম্বন্ধে তিনিই সম্ভবতঃ প্রকৃত হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"তাহারা (ভারতবাসীরা) মুদ্রণ কৌশলের অনুকরণ করিতেও চেষ্টা করে নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইলে তাহাদের লেখকদিগের খ্যাতি ও জীবিকা হ্রাস পাইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা উহা গ্রহণ করে নাই। হাতে কলমে লিখিয়া ঐ সকল লেখক বহু পরিবার প্রতিপালন করিত। কিন্তু তাহারা ইংরাজী পদ্ধতিতে পুস্তক বাঁধাইবার কতকটা অনুকরণ করিতে পারে।" ফ্রা পাওলিনো ডা সান বার্টোলোমিও ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলে এদেশের লোকের মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে কস্মিন কালেও মুদ্রাযন্ত্র ছিল বলিয়া কোনক্রমেই মনে হয় না ; আমরা যদি একথা বলি যে, ভারতবাসীদিগের অকপট সরল প্রকৃতিই ইহার কারণ তাহা হইলে যে আমাদের বিশেষ ভুল হইবে, তাহা মনে হয় না। যে সকল রচনা প্রয়োজনীয় ও হিত-সাধক, সেই সকল লেখা ভিন্ন তাহারা অন্য লেখা নকল করিয়া লয় না। এই দেশে

জিওভানি গণসাল্‌ভেজ প্রণীত "ডক্‌ট্রিনা ক্রিশ্চিয়ানা" নামক গ্রন্থই সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল, ইনি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গৃহস্থ লোক; আমি যত দূর জানি, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনিই প্রথম তামুলিক হরফ ঢালাই করিয়াছিলেন। ইহার পরে, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে "ফ্লস স্যাঙ্কটোরান" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, ; তাহার পর মালাবার উপকূলে স্থিত আম্বালাকেট সহরে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ফাদার য়্যাণ্টনিও ডি প্রোণজা এক খানা তামুলী অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ট্রাঙ্কেবার স্থিত দিনেমার মিশনরীরা অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা Alberti Fabricii Salutaris Lux Evangelii নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ডা কুন্‌হা ভারতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের যে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার সহিত পাওলিনোর প্রদত্ত বিবরণের কোন কোন অংশে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ডা কুন্‌হা বলেন যে, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ মিশনরীরা এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন, এবং জাও (জুয়ান) ডি বুস্টামাণ্টে এদেশের প্রথম মুদ্রাকর। সেণ্ট ফ্রান্সিস্‌ জেভিয়ারের "ক্যাটেকিজ্‌মো" নামক গ্রন্থখানি তাঁহাদের ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু

অন্য সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ব্রাদার জুয়ান কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রিত হয় "থিসেস্" Theses (or Propositions to be Defended) নামক গ্রন্থ এবং তাহার পর "ক্যাটেকিজ্‌মো" ; ডা কুন্‌হার মতে উক্ত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত দ্বিতীয়-গ্রন্থের নাম "কম্পেণ্ডিও এস্পিরিচুয়াল ডা ভিডা ক্রিস্টা," গোয়ার প্রথম আর্ক-বিশপ ডম গ্যাস্পার ডি লিয়াও পেরেরা ঐ গ্রন্থের লেখক ; গ্রন্থখানি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে হোয়াও কুইন্‌কোয়েনো কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয় এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ম্যানুয়েল ডি আরৌজো কর্ত্তৃক কয়েম্ব্রা নামক স্থানে পুনরায় মুদ্রিত হয়। গার্সিয়া ডা ওর্টা প্রণীত কলোকুইস ঐ ছাপাখানার তৃতীয় গ্রন্থ।

গোয়ার এই ছাপাখানা ভিন্ন দক্ষিণ ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিষ্ঠিত আরও চারিটি ছাপাখানা ছিল। প্রথম ছাপাখানা ছিল অম্বালাকাট্টা (অম্বালা-কাডু হইতে) সহরে ; সহরটি ১৫৫০ খৃস্টাব্দে একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এইখানে পর্ত্তুগীজরা একটি গীর্জ্জা ও একটি বিদ্যা-মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিল এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ডিয়াম্পেরের বিখ্যাত ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সময় সহরটি দক্ষিণ ভারতে পর্ত্তুগীজ মিশনরীদিগের একটি প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, এখানে সংস্কৃত, তামিল ও সিরিয়াক ভাষার অনুশীলন হইত। আর তিনটি ছাপাখানার একটি কোচিনে, একটি অঙ্গমালে

এবং একটি পাণিক্কায়ালে ছিল। পাওলিনোর বিবরণ হইতে আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে, গণসালভেজ কর্ত্তৃক ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমে তামুলী হরফ ঢালাই করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ফ্লস স্যাঙ্কটোরাম নামক গ্রন্থ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পানিক্কায়াল হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মালাবার ভাষাতে খৃষ্টধর্ম্ম মত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। ডা কুন্‌হা বলিয়াছেন যে, কোচিনে হরফ কাটাই হইয়াছিল এবং তামিল ভাষার কতকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানে একথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আবুল ফজল লিখন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ কালে তাহার আইনী আক্‌বরী নামক গ্রন্থে বা তাহার পত্র সমূহে মুদ্রাযন্ত্র বা মুদ্রিত পুস্তকাদি সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, যে সময় আবুল ফজল আইনী আক্‌বরী প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, সে সময় মুদ্রাযন্ত্র জনপ্রিয় হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই গ্রন্থমধ্যে উহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতেন না।

(গ) বৃটিশ-ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র

খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কর্ত্তৃক ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই ছাপা-

খানা হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তামিল ভাষায় নিউ টেষ্টা-মেণ্টের (বাইবেলের) একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার হুগলী সহরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়; ঐ ছাপাখানায় হালহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। সার চার্লস উইল্‌কিন্স ব্যাকরণের জন্য হরফ প্রস্তুত করেন এবং পঞ্চানন নামক জনৈক কর্ম্মকারকে হরফ কাটা শিক্ষা দেন। কেহ কেহ মনে করেন, এই ছাপাখানাই বাঙ্গলার আদি ছাপাখানা, কিন্তু ঐ ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। (১) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং পূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এবিষয়ের জ্ঞাতব্য ও মনোমদ অংশ।

---

১ হুগলীর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যে বাঙ্গালায় আরও ছাপাখানা ছিল তাহা কেরীর এই কথাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও কলিকাতার ইণ্ডিয়া গেজেট ছাপা হইত (Carey's Good Old Days, Vol. II, 285).

দ্বিতীয় ভাগ

উত্তর ভারত

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত স্থান

(ক) বেলামীর দাতব্য বিদ্যালয়

দক্ষিণ ভারতের যে সকল স্থানে য়ুরোপীয়গণ বসবাস করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে যেমন তাঁহারা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনই বঙ্গদেশেও (যে স্থান তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল) তাঁহারা শিক্ষা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। বঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইংরাজেরা কলিকাতা সহরে প্রথমেই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জে লং বলেন, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারিণী সভার আনুকূল্যেই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ হাইড ১৭৩১—৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে একজন খ্যাতনামা সওদাগরের লিখিত কয়েকখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করেন, যে, ঐ বৎসর বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়; কিন্তু বিদ্যালয়টি উহার কিছুকাল পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল।

খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণীর সমিতির এবং কলিকাতার পাদ্রি রেভারেণ্ড মিঃ বিয়ার ক্লিফের বহু দিন ধরিয়া ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প ছিল। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে বৃয়ার ক্লিফ কলিকাতায় একটি বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ভার গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অনেক অন্তরায় ঘটে, এবং ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার প্রস্তাব সফল হয় নাই; ঐ সময় বৃয়ার ক্লিফের পরবর্ত্তী পাদ্রি টমলিন্সন, উক্ত বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে ৮০৲ টাকা এবং তাঁহার বিধবা পত্নী ৪০৲ টাকা উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে রচিত বিদ্যালয়ের জমি ও বাটীতে বিদ্যালয়ের আট জন বিত্তভোগীর ও ৪০ জন দিবাভাগের ছাত্রের যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান হইত। ধর্ম্ম-যাজক বিলামীর অক্লান্ত উৎসাহের ও চেষ্টার ফলে এই সময় বিদ্যালয়টির যে আয় দাঁড়াইয়াছিল তাহা হইতে অনায়াসেই বিত্ত-ভোগীদিগের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ এবং ছাত্রদিগের শিক্ষাদান চলিত। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাবুদ্ধি উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন, লোকেও বিদ্যালয়ের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে ছিল। এক জন "বিখ্যাত বণিক্, এই বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন; জনশ্রুতিতে প্রকাশ এই বিখ্যাত বণিক্ মিঃ বুচ্চিয়ার; ইনি কাউন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য এবং পরে

বোম্বাই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা (১৭৫০-৬০) হইয়াছিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় সনন্দের দ্বারা মেয়রের আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাতে য়ুরোপীয়দিগের মামলার বিচার হইত। এই আদালতের দলিল-দস্তাবেজ রাখিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের কয়েকটি ঘর যান্মাষিক ১৯৪।৵১০ হিসাবে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। কালে এই ভাড়া-ঘরগুলিতেই মেয়রের আদালত বসিত, এবং বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হইয়াছিল; সুতরাং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অট্টালিকার যে ঘরগুলিতে বিচারালয় বসিত না, সেগুলি জনসাধারণকে বলনাচ, সভা, প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ভাড়া দেওয়া হইত, ফলে দাতব্য তহবিলে বেশ আয় হইত। সেই জন্য বাড়ীটি "কোর্ট-হাউস," "টাউন-হাউস" বা "টাউন হল" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত।

বেলামী রেভারেণ্ড রবার্ট মাপেল্‌টফ্‌টের হস্তে এই বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করেন, (১৭৫০) মাপেল্‌টফ্‌ট্‌ বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুলের দাতব্য ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করেন। ইনি পর্ত্তুগীজ ভাষা জানিতেন এবং পারস্য ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া কিছুদিন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দরবারের সান্নিধ্যে বসবাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে ভাবে

সাজ-পোষাক করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কলিকাতার এই দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও সেই ভাবে সাজ পোষাক করিতেন। এখানকার ছাত্রগণ নীল বর্ণের কোট পাইত এবং পায়ে জুতা দিত না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই অবৈতনিক বিদ্যালয় কলিকাতা ফ্রী স্কুলের সহিত সন্মিলিত হয়; এই কলিকাতা ফ্রী স্কুলের ছাত্রদিগের পরিচ্ছদেও এই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত।

গীর্জ্জার কেরানীর হস্তে শিক্ষকতার ভার যখন ন্যস্ত থাকিত সেই সময় ভিন্ন এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন গোয়ার একজন ফ্রান্সিস্কান পাদ্রি, তাঁহার নাম ছিল আকোয়ারী; আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বেলামী ইঁহাকে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইনি মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেন।

(খ) কিয়ার্ণাণ্ডারের বিদ্যালয়

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা কলিকাতা আক্রমণ করিলে, বিদ্যালয়টির ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়া ছিল। কর্ণেল ক্লাইভ মান্দ্রাজ অঞ্চলে কিয়ের্ণাণ্ডারের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের সুফল দেখিয়াছিলেন, সেই জন্য কলিকাতা পুনরায় ইংরাজ দিগের হস্তগত হইলে, তিনি কিয়ার্ণাণ্ডারকে কলিকাতাতে আহ্বান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কিয়ার্ণাণ্ডার

কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিলেন; পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; উহার পর মাসেই ঐ বিদ্যালয়ে ৪৮টি ছাত্র হয়; তন্মধ্যে ৭ জন আর্ম্মেনিয়ান, ১৫ জন পর্ত্তুগীজ, ৬ জন বাঙ্গালী, এবং ২০ জন ইংরাজ; ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ২০টি ছাত্র দাতব্য ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইত। গীর্জ্জার কেরাণীই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৭৪ জন হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে বাড়ীতে কালেক্টারের আফিস হইত, অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্থান সঙ্কুলান করিবার জন্য সেই বাড়ী কিয়ার্ণাণ্ডারের হস্তে কাউন্সিল প্রদান করিয়াছিলেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে এক প্রবল মহামারী উপস্থিত হইলে ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লয়েন। কিন্তু তাহাতে কিয়ার্ণাণ্ডারের উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই,—মহামারী থামিয়া গেলেই আবার বিদ্যালয়টি পূর্ব্বের ন্যায় সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কিয়ার্ণাণ্ডারের পত্নী দেহত্যাগ করেন; তিনি স্কুলের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার এবং নগদ ছয় হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন।

এই মহিলা তাঁহার স্বামীর অনুরূপ দানশীলা ও উদার ছিলেন, স্বয়ং নিজের তহবিল হইতে ১২ হাজার

পাউণ্ড (তখনকার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) দান করিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কুড়িটি ছাত্রের অধিক এই বিদ্যালয়ে প্রতিপালিত হয় নাই; বিদ্যালয়ের এই সময়ে নগদ ও স্থাবর সম্পত্তি প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হইয়াছিল, তাহার বর্দ্ধিত আয় হইতে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও বালিকাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্য ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত চারিটি বালিকাকে প্রতিপালনের জন্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল; বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে রাখিবার স্থান ছিল না, সেই জন্য তাহাদের প্রত্যেকের জন্য মাসিক ৩৫ টাকা হিসাবে খরচ দিয়া মিসেস জেন জার্ভিস নাম্নী জনৈক মহিলার বাড়ীতে রাখা হয়। ঐ ৩৫ টাকা ব্যতীত তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় হইত। ইহার পর ২০টি বালিকা রাখিবার প্রস্তাব হয়। আনুমানিক ১৭ই জানুয়ারী তারিখে এই বিদ্যালয়ে ৩২টি ছাত্র ছিল,—তন্মধ্যে ১০টি ছাত্র দিবাভাগে আসিয়া পড়িয়া যাইত।

১৭৭৭ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্কটের টাকার ১০০ টাকা মাসিক বেতনে রেভারেণ্ড জন ক্রাইষ্টম্যান ডিয়েমার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন সহকারী ছিলেন,—তাঁহাদের প্রত্যেকের ১০০

াকা করিয়া বেতন ছিল। এই বিদ্যালয়ের মোট মাসিক খরচ ৯০০ টাকার উপর পড়িত।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম অল্ডওয়েল নামক জনৈক গীর্জ্জার কেরাণী (Parish Clerk) এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগে টমাস কিন্‌সে নামক এক ব্যক্তিকে সহকারী করিয়া লইয়া রবার্ট হোলিয়ার নামক জনৈক গীর্জ্জার কেরাণী মাসিক ১০০ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সমস্ত বিদ্যালয়টি সিনিয়র চ্যাপ্‌লেন (প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ) রেভারেণ্ড উইলিয়ম জন্‌সনের তত্ত্বাবধানে ছিল। জন্‌সনের পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যজমানসভা ছাত্র ছাত্রী সম্বলিত সমস্ত বিদ্যালয়টি কাশীপুরের একটি বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য মনন করিয়াছিলেন, ঐ বাড়ী মাসিক চারিশত টাকায় দুই বৎসরের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল; বাড়ীর অধিকারী মিঃ সিডার্ম্মাণ জলপথে ছাত্রদিগকে প্রতি রবিবারে প্রাতে উপাসনার জন্য সেণ্ট জন্স গীর্জ্জায় লইয়া যাইতে এবং স্কুলে ফিরাইয়া আনিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ছাত্রদিগকে এবং ১৫ই জুন তারিখে শ্রীমতী জার্ভিসের নিকট হইতে ছাত্রীদিগকে এই নূতন বাটিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মিসেস ক্লার্ক নাম্নী একটি মহিলাকে মিসেস জার্ভিসের স্থানে বালিকাদিগের অভিভাবিকা ও শিক্ষয়িত্রী

নির্ব্বাচিত করা হয়, কিন্তু কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই জন্য মিসেস টিল্‌সে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দেও সহকারী কিন্সের সহিত হোলিয়ারই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছিলেন ; হোলিয়ারের পত্নী আর দুইজন মহিলার সহিত—প্রত্যেকে মাসিক ১৬ টাকা বেতন লইয়া বালিকাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) কলিকাতা ফ্রী স্কুল ও উহার সহিত কিয়ার্ণাণ্ডারের বিদ্যালয়ের সম্মিলন

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল স্কুলের কার্য্য বেশ সন্তোষজনক ভাবে চলিয়াছিল, তাহার পর স্পষ্টই বুঝা গেল—দুঃস্থ বালক-বালিকাদিগকে অবৈতনিক শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের পক্ষে ঐ কার্য্য সমাধা করা অসম্ভব। সেই জন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে একটি সাধারণ সভা আহূত হয়; বড় লাট বাহাদুর ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন ; সেই সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, "বঙ্গীয় অবৈতনিক বিদ্যালয় সমিতি" (Free School Society of Bengal) নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ; উহার পরিচালন ভার, গবর্ণর জেনারাল বাহাদুরকে অভিভাবক করিয়া, বিশেষ যজমান সভা ও আর ছয় জন ভদ্র লোকের হস্তে প্রদত্ত হইবে ;

চার্চ্চ ওয়ার্ডেনগণ উহার স্থায়ী কোষাধ্যক্ষ হইবেন এবং চারি-জন অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীও মনোনীত হইবেন। ফ্রী স্কুল বা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কার্য্য আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই চ্যারিটি স্কুল বা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সহিত উহা সম্মিলিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল ; (১) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কাশীপুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীর দুই বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় এবং সম্মিলিত স্কুলের জন্য মিঃ বার্ণস ওয়েস্টনের বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে ২৮ হাজার টাকা মূল্যে একটি উদ্যান বাটিকাখরিদ করা হয় এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বালিকাদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় নির্ম্মিত হয়।

---

(১) হাইড লিখিত, প্যারোকিয়াল য়্যানাল্‌স্ নামক গ্রন্থের ২৩৯ পৃষ্ঠা। লং লিখিত 'হ্যাণ্ডবুক' গ্রন্থে (৪৪১ পৃষ্ঠা) কলিকাতা ফ্রী স্কুল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দাতব্য বিদ্যালয় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মূর (মুসলমান) কলিকাতা অধিকার করিয়া ইংরাজী গীর্জ্জা ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই জন্য পরে তাহারা যে খেসারৎ দিয়াছিল,সেই টাকাই এই বিদ্যালয়ের ধন ভাণ্ডারের অধিকাংশ টাকা। এই টাকার সুদ, মিঃ কনষ্টাণ্টাইন কর্ত্তৃক উইলসূত্রে ৬-৭ হাজার টাকা দান, পুরাতন কোর্ট হাউসের মাসিক ভাড়া যে ৮০০ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইত এবং গীর্জ্জার আদায় অর্থ দ্বারা, ২০টি ছাত্রের ভরণপোষণ হইত ; তাহা ভিন্ন যজমানসভা যৎকিঞ্চিৎ দানও করিতেন। কালক্রমে পুরাতন অবৈতনিক বিদ্যালয় দ্বারা শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ প্রয়োজন সাধিত হইত না,.........সেইজন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখে ফ্রী স্কুল সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন কেরীর Good Old Days of Hon. John. Company, Vol. I, 404-405 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয় দুইটি কার্য্যতঃ এক হইলেও উহাদের দুইটি সরঞ্জাম ও স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত, অবশেষে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঐ দুইটি বিদ্যালয়কে এক করা হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ফ্রী স্কুলে ১৭টি ছাত্র ও ১২টি ছাত্রী ছিল, এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৫০ জন ছাত্র, ৩০টি ছাত্রী এবং ২১টি দৈনিক পড়ুয়ায় পরিণত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত বিদ্যালয়ে ১৫৯টি ছাত্রছাত্রী হইয়াছিল।

(ঘ) ক্ষণস্থায়ী বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিবৃতি এই গ্রন্থের বিষয় নহে, সুতরাং আলোচ্য সময়ে বঙ্গে অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমরা তাহারই কথা বলিব। প্রথমেই একথা বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে কতক-গুলি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যালয়ও আবির্ভূত হইতে লাগিল,—ঐগুলি অভাবগ্রস্ত প্রতিষ্ঠাতাগণের উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ ছিল। এই শেষোক্ত ধরণের বিদ্যালয় সম্বন্ধে রহস্য-চ্ছলে মিঃ কেম্বী লিখিয়াছেন,—"প্রতিদিন এক টাকা হিসাবে বিত্তভোগী বৃদ্ধ সৈনিক (অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তন যুদ্ধে বিকলাঙ্গ অথবা পলাশীর প্রান্তরে শত্রুবিজয়ী) তামাকু খাইয়া আর পায়চারী করিয়া অথবা নিদ্রা দিয়া কাল

কাটাইত। যাহারা অধিকতর শিক্ষিত তাহারা হয়ত একটা স্কুল খুলিত, আর বিদ্যাভিমানিনী বিধবা সৈনিক সীমন্তিনী ফোর্ট উইলিয়মের সেনাবাসে কেবল প্রাথমিক শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিতেন; পক্ষান্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষ বিত্তভোগী সৈনিক ঐ ছাত্রগণকে বিদ্যাভূধরের উচ্চতর শৃঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিত। মনে করুন—ঐরূপ একজন সৈনিক একখানি সেকেলে ধরণের চেয়ারে বসিয়া একটি বেতের মোড়ায় (আমরা কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার জনৈক লেখকের ভাষা উদ্ধৃত করিলাম) পা রাখিয়া দিয়া তাঁহার চির সহচর তামাকের পাইপ তাঁহার মুখে দিয়া টানিতেছেন। একটি ঢিলা পায়জামা ও বেনিয়ান তাঁহাকে মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং এই উষ্ণপ্রধান দেশে কষ্টকর তাপ হইতে তাঁহার দেহ শীতল রাখিয়াছে। তাঁহার হস্তে একগাছি বেত রাজদণ্ডরূপে শোভিত, আর সেই শিক্ষকরূপী রাজাধিরাজের সম্মুখে ছোট ছোট টুলে বা মোড়ায় ছাত্রগণ সমাসীন। তাহারা ইহার মধ্যেই বাইবেলের তিনটি অধ্যায় পাঠ এবং বেশী বানান না করিয়াই নামগুলি আয়ত্ত করিয়াছে। তাহারা ছোট হাতের অক্ষর,' জড়ানে-লেখা, কেতাবী, ও বড় হাতের লেখায় কপি লিখিয়াছে। তাহারা এনটিকের অভিধানের এক স্তম্ভ আবৃত্তি করিতে কেবল দুইটি ভুল করে; তাহারা এখন মিশ্র ভাগ-হার কষি-

তেছে, শীঘ্রই ত্রৈরাশিক অঙ্কে হাজির হইবে। কোন কোন বালক কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছে, আর জনকয়েক বেত্রের আস্বাদ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। বিত্ত-ভোগী সৈনিকের সঙ্গিনী একখানি নীচু দানাপুরী চেয়ারে উপবিষ্টা; তিনি তরকারি বাছিতেছেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ প্রস্তুত করিতেছেন। বারটা বাজিল, শিক্ষক মহাশয় নড়িয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ছেলেরা গোলমাল করিয়া উঠিল—সে দিনকার মত স্কুল ভঙ্গ হইল।" বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ কতকগুলি স্কুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধু ও প্রশংসাজনক উদ্দেশ্য সাধন কল্পে অনেক-গুলি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কেবল অর্থ গ্রহণই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না,—উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি-ষ্ঠাতৃগণ নানা বাধা সত্ত্বেও তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরি-ণত করিবার চেষ্টা করিতেন। জ্ঞানের বিস্তার সাধন এবং যাহাতে ছাত্রগণ সাধারণ ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, সেই দিকেই তাঁহাদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল। অথচ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাঁহাদের যেরূপ উপায় ছিল, তদনুসারে তাঁহাদের সাফল্য লাভের ইতর বিশেষ হইত।

---

(৬) অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

পূর্ব্বোক্ত স্কুল কলেজ ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর যে সমস্ত স্কুল কলেজ ছিল আমরা এখন তাহাদের বিবরণ প্রদান করিব।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়; ইনি নিজের তহবিল হইতে ইহার বাড়া নির্ম্মাণের খরচ দিয়াছিলেন। ইঁহারই অনুমোদনে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৯০০০ টাকা আয়ের জমি মাদ্রাসার জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন। আরবী বিদ্যা ও মুসলমান আইন অধ্যাপনাই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, সেইজন্য ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত করিতে হইয়াছিল।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ব্রাউন হিন্দু যুবকদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অতি অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল; এখানে একথাও বলা যাইতে পারে যে, মিঃ ব্রাউন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রোভোষ্ট বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মিঃ আর্চ্চার নামক এক ব্যক্তি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বালকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি তাঁহার পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন,

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিঃ ড্রামণ্ড (ইনিই প্রথমে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষাপদ্ধতি এবং গ্লোব প্রচলিত করেন), ফারেল, হালিফ্যাক্স, লিণ্ডষ্টেড, ড্রেপার, মার্টিন বাউলেস্, সারবোর্ণ, রেভারেণ্ড ডাক্তার ইয়েটস্, ইত্যাদি। বেরিইং গ্রাউণ্ড রোডে (আধুনিক পার্ক ষ্ট্রীটে) ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ জর্জ্জ ফার্লি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, ঐ বিদ্যালয়ে আহার, বাস এবং শিক্ষার জন্য যথাক্রমে ৩০৲, ৪০৲, এবং ৬৪৲ টাকা খরচ লাগে।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রেভারেণ্ড হোমস্ এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে তিনি ৭৪ নং কাশীটোলা ষ্ট্রীটে যুবকদিগকে বিভিন্ন আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ বৎসরেই য়্যাকাউণ্টাণ্ট (হিসাব নবিশ) মিঃ ডবলিউ গেনার্ড ১১নং মেরিডিথ বিল্ডিংয়ে তাঁহার নিজ ভবনে চৌদ্দ বৎসরের বা ততোধিক বয়সের কয়েকজন ছাত্রদিগের জন্য (যাহারা ভবিষ্যতে ব্যবসায় বাণিজ্য অবলম্বন করিবে) একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; ইনি তথায় ডেসিমেল (দশমিক ভগ্নাংশ) হিসাব শিখাইতেন এবং ইটালীয় প্রথায় খাতা রাখিবার (Book-keeping) পদ্ধতি শিক্ষার সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাজারে প্রচলিত ওজন, মাপ, ও

মুদ্রার ব্যবহার শিখাইয়া ছাত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত করিতেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ মেকিনন্ নামক এক ব্যক্তি ১৪০টি ছাত্র লইয়া একটি স্কুল খুলিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। জে টি হোপও আর একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা একাডেমি ওল্ড কোর্ট হাউস হইতে চিৎপুর রোডের হেন্‌রী টোল্‌ফ্রীর বাড়ী বলিয়া পরিজ্ঞাত ভবনে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মেজর জেনারাল কার্কপাট্রিক মিলিটারী অর্ফান সোসাইটি (সমর বিভাগীয় পিতৃ-মাতৃহীন-দিগের সমিতি) প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনানী ও সৈনিক-দিগের দুঃস্থ সন্তানগণের শিক্ষাদান ও ভরণ-পোষণ ঐ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির দুইটি বিভিন্ন বিদ্যালয় ছিল; উহার একটি উচ্চ শ্রেণীর সেনানীগণের অনাথ সন্তানদিগের জন্য এবং অপরটি নিম্ন শ্রেণীর সৈনিক-গণের অনাথ সন্তানদিগের বিদ্যালয়রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ ছিল,—একটি বালক-দিগের ও অন্যটি বালিকাদিগের জন্য। ভারতে উহারা যেরূপ কাজ পাইতে পারে তদনুসারেই তাহাদের শিক্ষা প্রদত্ত হইত। বিদ্যালয়টি প্রথমে হাবড়ায়..প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে আনুমানিক ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে উহাকে খিদিরপুরে লইয়া যাওয়া হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

(চ) স্ত্রী-শিক্ষা

কলিকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত বর্ত্তমান। রেণী তাঁহার Historical and Topographical Sketch of Calcutta নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিসেস 'হেজেস্' নাম্নী জনৈক মহিলা প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে ফরাসী ভাষা ও নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহিলা যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। East Indian Vade Mecum নামক গ্রন্থে কাপ্তেন উইলিয়ামসন লিখিয়া গিয়াছেন,—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ 'হজেস্' প্রথম মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও উভয় বিবরণে একই বিদ্যালয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; এবং মিসেস 'হজেস্' ও মিসেস 'হেজেস্' একই ব্যক্তি ইহা অনুমিত হয়। ইহা ভিন্ন Good Old Days of Hon. John Company নামক গ্রন্থে মিঃ কেরী বলিয়াছেন যে, যুবতী মহিলাদিগের জন্য সর্ব্বপ্রথমে মিসেস পিটস্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হার্টলি হাউসের লেখক
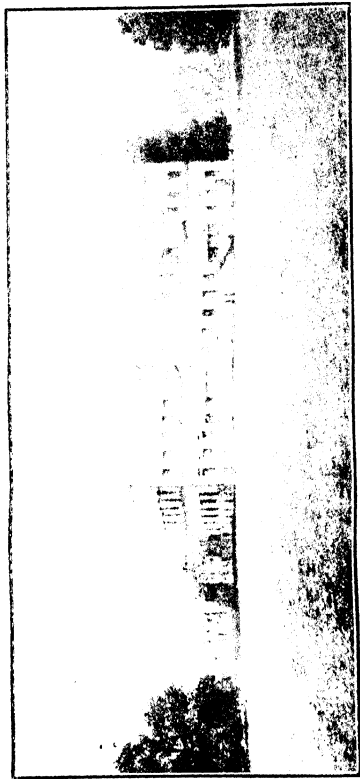
সৈন্য বিভাগের অনাথ বালক-বালিকাদিগের বিদ্যালয় (কার্কপ্যাট্রিক স্কুল)।
[From the *History, etc., of Charitable Institutions*, by C. Lushington, 1824.]

(১৭৮৯) লিখিয়াছেন যে, মিসেস স্যাভেজের পরিচালিত বিদ্যালয়ই কলিকাতার য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক আদৃত হইত। এইরূপ নানাবিধ দাবীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্মান পাইবেন,—তাহার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। এই সিদ্ধান্তভার অন্য লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমরা এখন অন্যান্য বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনার কথা বলিব। মিসেস ডারেল একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল, এবং বহু লোকের আনুকূল্য পাইত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মিসেস কোপল্যাণ্ড যুবতীদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন ; ইহা মিঃ নিকলাস চার্লসের 'য়ুরোপ শপে'র প্রায় সম্মুখেই অবস্থিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে বালিকা-দিগকে পড়িতে, লিখিতে ও সূচী-কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। জনষ্টেন্সবেরো ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জাপুরে একটি উদ্যান বাটিকায় বালক বালিকাদিগের জন্য একটি মিশ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তথায় ছাত্র ছাত্রীগণকে লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখান হইত,—অধিকন্তু বালিকাদিগকে লেস বুনিতে ও সূচীকর্ম্ম করিতে শিখান হইত। তথায় বেতনের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল ;—

প্রত্যেক বালকের	মাসিক,—	২৫ টাকা
" বালিকার	"	৩০ "
" দিবা ছাত্র ও ছাত্রীর	"	১৬ "

অধিক ছাত্র লইলে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া এই বিদ্যালয়ে প্রথমে ১২টি বালক এবং ১২টি বালিকা গ্রহণ করা হয়। মিসেস পাইন বালিকাদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল রাখিয়াছিলেন ; কলিকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টিকে ডেকার্স লেনের একটি বাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

(ছ) বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যার বিস্তারকল্পে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ, প্রাকৃত বিজ্ঞানবিৎ ও ব্যবহার শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত সার উইলিয়াম্ জোন্স্ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সাপ্তাহিক সান্ধ্য অধিবেশনে যে সমস্ত সন্দর্ভ পঠিত হইত, সেই সকল এসিয়াটিক রিসার্চ্চেজ নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এই

সমিতির সভাপতিত্ব প্রদান করা হইলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়েন, সেইজন্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা সার উইলিয়াম্ জোন্স্ই ইহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সকল বিভাগেই জ্ঞানের বিস্তৃতি-সাধন পূর্ব্বক এই সভা বিশেষ উপকার করিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকাতার বাহিরে শিক্ষা সম্পর্কিত কার্য্য।

এই সময় যে কলিকাতায় ও তাহার সন্নিহিত স্থান গুলিতেই কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল তাহা নহে। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ মিডিলটন বালক ও বালিকাদিগকে শিক্ষাদানকল্পে দানাপুরে একটি বায়ু প্রবাহ বহুল, স্বাস্থ্য-কর ও সুবিধাজনক স্থানে গৃহ লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ বিদ্যালয়ে যাহারা বসবাস করিত তাহাদিগকে মাসিক দুই সুবর্ণ মোহর ও যাহারা কেবল দিবাভাগে আসিয়া পড়িয়া যাইত, তাহাদিগকে মাসিক ৮ টাকা হিসাবে বেতন দিতে হইত।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ কেরী দিনাজপুরে একটি মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর তৃতীয় বৎসরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০টি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীগণ শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ইঁহারা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইল স্থানের মধ্যে অন্যূন ১১৫টি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে দশ হাজারের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

হিন্দু সাহিত্যের আলোচনাকল্পে মিঃ ডানকানের অনু-মোদনে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ধামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং ইহার ব্যয়ভার সংকুলানের স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছিল ; এই ডানকান উত্তরকালে বোম্বাই-য়ের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

উত্তর ভারতে য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বেশী কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে স্বনামধন্য বার্ণিয়ার ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি আগ্রায় জেসুইটদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ দেখিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ত্রিশটি খৃষ্টান পরিবারের সন্তানদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইত। মহাপ্রাণ অক্‌বর তাহা-দিগকে তথায় বসবাস করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ; এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

উপসংহার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ এ দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন,— আমরা এখন অনায়াসে তাহার পরিমাণ বুঝিতে পারিব। শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে চ্যাপলেন ও মিশনারী—(খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকগণই) বিশেষ উৎসাহী ছিলেন ;

য়ুরোপীয় উপনিবেশে যে সকল লোক য়ুরোপীয়দিগের অধীনে থাকিত, তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিবার আবশ্যকতা ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং ইঁহারাই এখানকার এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে এই কর্ত্তব্য-পালনে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন,—সে কর্ত্তব্যপালন কেবল কর্ত্তৃপক্ষের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সাহায্যে পর্য্যবসিত হয় নাই,—মিশনারী এবং অন্য লোকদিগকে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যদানেও অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যে সকল মহাত্মা উৎসাহ ও শ্রমের সহিত শিক্ষাবিস্তারকল্পে সর্ব্বান্তঃ-করণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগকে বিস্মৃতির তমোময় গর্ভে বিলীন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিচারকালে, আমাদের কেবল তাঁহারা যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না, কারণ সে সকল কার্য্য হয়ত সময়ে সময়ে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইয়াছিল, পরন্তু এ সকল কার্য্যের প্রেরণা ও উদ্দেশ্যেও আমাদিগকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

সত্য বটে, তাঁহারা যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহা উচ্চ অঙ্গের নহে; কিন্তু সেই শিক্ষাতেও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। উচ্চ শিক্ষাও একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই; কারণ কলেজ-

গুলিতে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর অন্তরায় ও বাধাবিঘ্নের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাদের ঐকান্তিকতার শত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না, তাঁহাদের সকল বাসনা কার্য্যক্ষেত্রে সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষ দিতেও পারি না। দক্ষিণ ভারতে জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ গ্রুগুলার, শুল্‌জ্‌, ফেব্রিসিয়াস, সোয়ার্জ্জ, বেল, কার ও ষ্টিভেন্সন, এবং উত্তর ভারতে ব্রায়ার ক্লিফ, কিয়ার্ণাণ্ডার প্রভৃতি শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে অপ্রতিহত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিস্তারকারী য়ুরোপীয়গণের আগ্রহের ও উৎসাহের তুলনায় হীন নহে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যদি অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থায় কার্য্য করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি যদি অধিকতর সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আজ আর তাঁহাদিগকে বিস্মৃত অতীতের কেবল ছায়াময়ী মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করিতে হইত না।

নির্ঘণ্ট

(১)

বিষয়

নাম-নির্ঘণ্ট

(২)

কাল-নির্ঘণ্ট

(৩)

ষোড়শ শতাব্দী,—প্রাচীন য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।

১৫৫৬ পর্ত্তুগীজ মিশনারীগণ ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন,—৮৭

১৫৭৭ জেসুইট্‌গণ ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন, —৮৭, ৮৯

১৫৮০ রচোলে জেসুইট্‌গণ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন,—৬৮

সপ্তদশ শতাব্দী—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—২৭

১৬১৪ ভারতবাসীকে ধর্ম্মপ্রচারকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তাহাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল,—৬

১৬২০ ব্যাণ্ডোরাতে সেণ্ট য়্যানির কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়,—৬৮

১৬২৩ (১৬৪৩) মনপেসারে একটি কলেজ নিম্মিত হয়,—৬৮, ৬৯

১৬৩৬ আর্চবিশপ লড আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য অক্‌সফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন,—৪

১৬৬০ বাক্‌ষ্টার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাব,—৩

১৬৬২—১৬৬২ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে সরকারী পুস্তাকাগার স্থাপিত হয়,—৭৪

১৬৭০ —ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে বালকগণের কিরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে এই বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুসন্ধান করেন,—৭

১৬৭৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন,—৭

১৬৭৭ বয়েল প্রস্তাব করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধর্ম্মযাজকগণকে ধর্ম্ম প্রচারক করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে হইবে,—৪

১৬৮৬ বয়েলের প্রস্তাব বিশপ (প্রধান ধর্ম্মযাজক) ডাক্তার ফেলের মৃত্যুতে কার্য্যকরী হয় নাই ; ইনি ছাত্রদিগকে আরবী ভাষা শিক্ষাদিবার তত্ত্বাবধানভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন—৫

১৬৮৯ রেভারেণ্ড জে, ওভিংটন ভারতবর্ষে আগমন করেন,—৮৬

১৬৯২ কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ চ্যাপলেনগণের (ধর্ম্মযাজকগণের) হস্তে তত্ত্বাবধান ভার অর্পণ করেন,—১২

১৬৯৫ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ায় ডাক্তার প্রিডো তাঁহার সমালোচনা করেন, —১২

১৬৯৬ কোম্পানীর সনন্দের অবসান এবং পুনরায় কেবল পাঁচ বৎসরের জন্য সনন্দ প্রাপ্তিতে বয়েলের প্রস্তাব সম্পন্ন হয় নাই,—৩

১৬৯৮ কোম্পানীকে যে নূতন সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে কোম্পানীকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানে বাধ্য করিয়াছিল,—৫৪

১৬৯৮—১৭০৯ মিষ্টার পিট্ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—৮

অষ্টাদশ শতাব্দী—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমান্বয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত কর্ত্তব্য ভার মিশনারীগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন,—১৭

১৭০৩ লকিয়ার ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ পরিদর্শন করেন, —১০,৭৮

১৭০৯ খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কলিকাতায় একটি ভ্রাম্যৎ পুস্তকালয় স্থাপিত করেন,—৮৩,৮৪

১৭১০ মিষ্টার লুইস পর্ত্তুগীজদিগের জন্য ফ্রি মিশন স্কুল সম্বন্ধে দিনেমার মিশনারীদিগের সহিত আলোচনা করেন,—২৬

১৭১১ খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কর্ত্তৃক মাদ্রাজ সহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়,—৮৯

১৭১৪ খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট (বাইবেল) মাদ্রাজে মুদ্রিত হয়,—৯০

১৭১৫ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে সেণ্ট মেরির দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—১১

১৭১৬ খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি কর্ত্তৃক কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৫৯

১৭১৬ — ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ ও ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে গ্রাণ্ডলার কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ও তামিল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৫৯, ৬০

১৭১৬ — ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের পুস্তকাগারের প্রথম পুস্তক তালিকা সম্পূর্ণ হয়,—৮০

১৭১৯ — বোম্বাই নগরে প্রোটষ্টাণ্ট বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, —৬৭

১৭১৯ — জিগেনবাল্গের মৃত্যু হয়,—৬৩

১৭২০ — গ্রাণ্ডলারের মৃত্যু হয়,—৬৩

১৭২০ — ওয়েণ্ডে কর্ত্তৃক ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জস্থিত পুস্তকাগারের দ্বিতীয়বার পুস্তকের তালিকা-গঠন সম্পূর্ণ হয়,—৮০

১৭২৬ — শুল্‌জ মিষ্টার গ্রাণ্ডলারের অনুষ্ঠিত শিক্ষা-কার্য্যের অনুগমন করেন,—২৩

১৭৩১ (বা ১৭২০) ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের কলিকাতায় প্রথম য়ুরোপীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৯৩

১৭৩২ — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিনী সমিতিকে মান্দ্রাজে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আদেশ করেন,—৬৩

১৭৪২ — গিস্‌লার এবং কিয়ার্ণাণ্ডার কর্ত্তৃক ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে কতিপয় দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, —৬৪

১৭৫৬ — মুসলমানগণ কলিকাতা আক্রমণ করেন,—৯৬,১০১ পাদ টীকা,

১৭৫৮ — ফরাসীগণ কাউণ্ট ল্যালির অধীনতায়, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের বিদ্যালয় সমূহ ধ্বংস করে,—২২,৬১

১৭৫৮ কিয়ার্ণাণ্ডার কর্ত্তৃক বেলাম সাহেব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় পুনরুজ্জীবিত হয়,—৯৬,৯৭

১৭৬২ কলিকাতা সহরে এক প্রবল মহামারী দেখা দেয়,—৯৭

১৭৭২ হাটেমান ও গেরিক কুড়ালোরের বিদ্যালয়টি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন,—৬৫

১৭৭২ ত্রিচিনপল্লী সহরের একটি বারুদখানা জ্বলিয়া যাওয়ায় একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়,—২৯

১৭৭৩ য়ুরোপীয়দিগের শিক্ষার জন্য ভেলোরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৬৯

১৭৭৪ সোয়ার্জ্জ কর্ত্তৃক তানজোরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়,—২৯

১৭৭৬ ফ্রা পাওলিনো ডা সান বার্টোলোমিও পণ্ডিচারীতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেন,—৭০

১৭৮১ হাটেমান পরলোক গমন করেন,—১৫

১৭৮১ ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়,—১০৫

১৭৮৪ সার উইলিয়াম জোন্স কর্ত্তৃক বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—১১০

১৭৮৫ উচ্চ শ্রেণী সমূহের জন্য রামনাদ, শিবগঙ্গা এবং তানজোরে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৫৫

১৭৮৭ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে লেডী ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক অনাথ বালিকা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়,—৩৭

১৭৮৭ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে মাদ্রাজ অনাথ বালক-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়,—৩৭

১৭৮৭—১৭৯৬ মাদ্রাজ অনাথ বালক-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক এ বেলের যুগপ্রবর্ত্তনকারী জীবন,—৩৮—৫১

১৭৯২ আর এইচ্ কার মাদ্রাজের কৃষ্ণ সহরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন,—৬৯

১৭৯৮(?) মিষ্টার কার কর্ত্তৃক মাদ্রাজের অনাথ বালক-আশ্রমে প্রিন্টিং প্রেস স্থাপিত হয়,—৫২

১৭৯৯ কলোম্বো ও সিংহলে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—৫৮